পদ্মাবতী নাটক

পদ্মাবতী নাটক।

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত

প্রণীত।

"চৌর্য্যতে বালিশস্যাপি সংক্ষেত্রপতিতা কৃষিঃ।"

মুদ্রারাক্ষসঃ।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজার ১৮২ সংখ্যক ভবনে

ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

সন ১২৬৭ সাল।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

ইন্দ্রনীল। (রাজা)।

মানবক। (বিদূষক)।

রাজমন্ত্রী।

দেবর্ষি নারদ।

মহর্ষি অঙ্গিরা।

মাহেশ্বরীপুরীর রাজ-কঞ্চুকী।

ঐ পুরোহিত।

কলি।

সারথি।

শচীদেবী।

রতিদেবী।

মুরজাদেবী।

পদ্মাবতী।

বসুমতী। (সখী)।

মাধবী। (পরিচারিকা)।

গৌতমী। (তপস্বিনী)।

রম্ভা। (অপ্সরী)।

নাগরিকগণ, রক্ষকগণ ইত্যাদি।

পদ্মাবতী নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিন্ধ্যগিরি ;—দেব উপবন।

(ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাজা ইন্দ্রনীলের বেগে প্রবেশ।)

রাজা। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) হরিণটা দেখ্তে দেখ্তে কোন দিকে গেল হে? কি আশ্চর্য্য! আমি কি নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখ্ছি? আর তাই বা কেমন করে বলি। এইত ভগবান্ বিন্ধ্যাচল অচল হয়ে আমার সম্মুখে রয়েছেন। (চিন্তা করিয়া) এই পর্ব্বত ময় প্রদেশে রথের গতির রোধ হয় বল্যে, আমি পদব্রজে হরিণটার অনুসরণ-ক্লেশ স্বীকার করে, অবশেষে কি আমার এই ফল লাভ হলো যে আমি একলা একটা নির্জ্জন বনে এসে পড়ুল্যেম? মরুভূমিতে মরীচিকা বারিরূপে দর্শন দেয়; তা এস্থলে কি সে মায়ামৃগ হয়ে আমাকে এত বৃথা দুঃখ দিলে? সে যাহোক, এখন এখানে কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করে এ ক্লান্তি দূর করা আবশ্যক। (পরিক্রমণ করিয়া) আহা! স্থানটি কি রমণীয়! বোধ করি এ কোন যক্ষ কিম্বা গন্ধর্ব্বের উপবন হবে। প্রকৃতি, মানব জাতির লোচনানন্দের নিমিত্তে, এমন অপরূপ রূপ কোথাও ধারণ করেন না। আমি এই উৎসের নিকটে শিলাতলে বসি। এ যেন কলকল রবে আমাকে আহ্বান কর্চ্যে। (উপবেশন করিয়া সচকিতে) একি? এ উদ্যান যে সহসা অপূর্ব্ব সুগন্ধে পরিপূর্ণ হতে লাগলো? (আকাশে কোমল বাদ্য) আহা! কি মধুরধ্বনি! কি——? (সহসা নিদ্রাবৃত হইয়া শিলাতলে পতন)।

(শচী এবং রতির প্রবেশ)।

শচী। সখি, সুরপতির কথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর। তিনি দুষ্ট দৈত্য-বংশ কিসে সমূলে ধ্বংস হবে এই ভাবনায় সদা সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকেন। তাঁর কি আর সুখভোগে মন আছে? রতি-দেবি, তুমি কি ভাগ্যবতী। দেখ, তোমার মন্মথ তিলার্দ্ধের জন্যও তোমার কাছ ছাড়া হন না। আহা! যেমন পারিজাত

পুষ্পের আলিঙ্গন পাশে সৌরভমধু চির-কাল বাঁধা থাকে, তোমার মদনও তেমনি তোমার বশীভূত।

রতি। সখি, তা সত্য বটে। বিরহ অনল যে কাকে বলে তা আমি প্রায় বিস্মৃত হয়েছি। (উভয়ের পরিক্রমণ) কি আশ্চর্য্য! শচীদেবী, ঐ দেখ তোমার মালতী মলয়মারুতের আগমনে যেন বিরক্ত হয়ে তাকে নিকটে আস্‌তে ইঙ্গিতে নিষেধ কচ্যে।

শচী। কর্‌বেনা কেন? দেখ, ইনি সমস্ত দিন ঐ নির্ম্মল সরোবরে নলিনীর সঙ্গে কেলি করে কেবল এই এখানে আস্‌চেন। এতে কি মালতীর অভিমান হয় না? আর আপনার গায়ের গন্ধেই ইনি আপনি ধরা পড়ছেন্।

(মুরজা দেবীর প্রবেশ।)

কি গো, সখি মুরজা যে? এস, এস। আজ্ তোমার এত বিরস বদন কেন?

মুর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া-সখি, আমার দুঃখের কথা আর কাকে বল্‌বো!

রতি। কেন, কেন? কি হয়েছে?

মুর। প্রায় পনের বৎসর হলো পার্ব্বতী আমার কন্যা বিজয়াকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কত্যে অভিশাপ দেন; তা সেই অবধি তার আর কোন অনুসন্ধান পাই নাই।

শচী। সে কি? ভগবতী পৃথিবী না তাকে স্বগর্ভে ধারণ কত্যে স্বীকার পেয়েছিলেন?

মুর। হাঁ—পেয়েছিলেন আর ধরেও ছিলেন বটে। কিন্তু তার জন্ম হল্যে তাকে যে লালন পালনের জন্যে কার হাতে দিয়ে-ছেন এ কথাটী তিনি কোনমতেই আমাকে বল্‌তে চান্‌না। আমি আজ তাঁর পায়ে ধরে যে কত কেঁদেছি, তা আর কি বল্‌বো?

রতি। তা ভগবতী তোমাকে কি বল্‌লেন?

মুর। তিনি বল্‌লেন—"বৎসে, সময়ে তুমি আপনিই সকল জান্‌তে পার্‌বে। এখন তুমি রোদন সম্বরণ করো্যে অলকায় যাও। তোমার বিজয়া পরমসুখে আছে।"

শচী। তবে, সখি, তোমার এ বিষয়ে চঞ্চল হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। আর বিবেচনা করে দেখ, পৃথিবীতে মানুষের জীবনলীলা জলবিম্বের মতন্ অতি শীঘ্রই শেষ হয়।

মুর। সখি, বিজয়ার বিরহে আমার মন থেকে থেকে যেন কেঁদে উঠে! হায়! জগদীশ্বর আমাদের অমর করেও দুঃখের অধীন কল্যেন্।

শচী। সখি, বিধাতার এ বিপুল সৃষ্টিতে এমন কোন্ ফুল আছে যে তাতে কীট প্রবেশ কত্যে না পারে?

(দূরে নারদের প্রবেশ)।

নার। (স্বগত) আমি মহর্ষি পুল-স্ত্যের আশ্রমে শূন্যপথ দিয়ে গমন কর্‌তে-ছিলেম। অকস্মাৎ এই দেব উপবনে এই তিনটী দেবনারীকে দেখে ইচ্ছা হলো যে যেমন করে পারি এদের মধ্যে কোন কলহ উপস্থিত করাই—এই জন্যেই আমি এই পর্ব্বত সানুতে অবতীর্ণ হয়েছি। তা আমার মনস্কামনাটি কি সুযোগে সুসিদ্ধ করি? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, হয়েছে। এই যে সুবর্ণ পদ্মটি আমি মানস সরোবর থেকে অবচয়ন করে এনেছি, এর দ্বারাই আমার কার্য্য সফল হবে। (অগ্রসর হইয়া) আপনাদের কল্যাণ হউক!

সকলে। দেবর্ষি, আমরা সকলে আপনাকে অভিবাদন করি। (প্রণাম)।

শচী। (স্বগত) এ হতভাগা ত সর্ব্বত্রই বিবাদের মূল, তা এ আবার কোত্থেকে এখানে এসে উপস্থিত হলো?—ও মা! আমি এ কি কচ্চি? ও যে অন্তর্যামী। ও আবার এ সকল মনের কথা টের পেলে কি আর রক্ষা আছে। (প্রকাশে) ভগবন্, আজ্ আমাদের কি শুভদিন! আমরা আপনার শ্রীচরণ দর্শন করে চরিতার্থ হল্যেম্। তবে আপনার কোথায় গমন হচ্যে?

নার। (স্বগত) এ দুষ্টা স্ত্রীটার কিছু-মাত্র লজ্জা নাই। এ কি? এর যে উদরে বিষ, মুখে মধু। এ যে মাকালফল। বর্ণ দেখ্‌লে চক্ষু শীতল হয়, কিন্তু ভিতরে—ভস্ম! তা আমার যে পর্য্যন্ত সাধ্য থাকে একে যথোচিত দণ্ড না দিয়ে এ স্থান হতে কোন মতেই প্রস্থান করা হবে না। (প্রকাশে) আপনাদের চন্দ্রানন দর্শন করায় আমি পরমসুখী হল্যেম। আমার কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন? আমি এক ঘোরতর বিপদে পড়ে এই ত্রিভুবন পর্য্যটন করে বেড়াচ্চি।

রতি। বলেন্ কি?

নার। আর বল্‌বো কি? কয়েক দিন হলো আমি কৈলাসপুরীতে হরগৌরী দর্শন করো আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন কচ্ছিলাম, এমন্ সময়ে দৈবমায়ায় তৃষ্ণাতুর হয়ে মানস সরোবরের নিকট উপস্থিত হল্যেম——

শচী। তার পর, মহাশয়?

নার। সরোবর তীরে উপস্থিত হয়ে দেখলেম যে তার সলিলে একটি কনকপদ্ম ফুটে রয়েছে।

রতি। দেবর্ষি, তার পর কি হলো?

নার। আমি পদ্মটির সৌন্দর্য্য দেখে তৃষ্ণা পীড়া বিস্মৃত হয়ে অতি যত্ন করে তুল্‌লেম।

সকলে। তার পর? তার পর?

নার। তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে এই দৈববাণী হলো—"হে নারদ, এ ভগবতী পার্ব্বতীর পদ্ম; একে অবচয়ন করা তোমার উচিত কর্ম্ম হয় নাই। এক্ষণে এ ত্রিভুবন মধ্যে যে নারী সর্ব্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী তাকে এ পুষ্প না দিলে তুমি গিরিজার ক্রোধানলে দগ্ধ হবে।"—হায়! এ কি সামান্য বিপদ্!—

শচী। (সহাস্য বদনে) ভগবন্, আপনি এ বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনি এ পদ্মটি আমাকেই প্রদান করুন্ না কেন?

মুর। কেন, তোমাকে প্রদান কর্‌বেন কেন? দেবর্ষি, আপনি এ পদ্মটি আমাকে দিউন্।

রতি। মুনিবর, আপনিই বিবেচনা করুন্। এ দেবনির্ম্মিত কনকপদ্মের উপযুক্ত পাত্রী আমাপেক্ষা ত্রিভুবনে আর কে আছে?

নার। (স্বগত) এইত আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হলো। তা এ ঝড় প্রারম্ভের আগেই আমার এখান থেকে প্রস্থান করা শ্রেয়ঃ। (প্রকাশে) আপনাদের এ বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করা উচিত হয় না। দেখুন, আমি বৃদ্ধ, বনচারী তপস্বী—আপনারা সকলেই দেবনারী। আপনাদের মধ্যে যে কে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, এ কথার নির্ঘণ্ট করা আমার সাধ্য নয়। অতএব এই কনকপদ্ম ভগবান্ বিন্ধ্যাচলের শৃঙ্গের উপর রাখ্‌লেম, আপনাদের মধ্যে যিনি পরমসুন্দরী, তিনি ব্যতীত আর কেউ এ পুষ্পস্পর্শ করবামাত্রেই তাঁকে পাষাণ-মূর্ত্তি ধরে এই উপবনে সহস্র বৎসর

থাকতে হবে। এক্ষণে বিদায় হল্যেম্।

[প্রস্থান।

শচী। (ঈষৎ কোপে) তোমাদের মতন বেহায়া স্ত্রী কি আর আছে?

উভয়ে। কেন? বেহায়া আবার কিসে দেখ্‌লে?

শচী। কেন আবার জিজ্ঞাসা কর? তোমাদের অহঙ্কার দেখলে ভয় হয়? আই মা! কি লজ্জার কথা! তোমাদের কি আমার কাছে এত দর্প করা সাজে?

উভয়ে। কেন, কেন? আমরা কি দর্প করেছি?

শচী। তোমরা কি জান না যে আমি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী।

মুর। ইঃ, তা হলেই বা! তুমি কি জান না যে আমি যজ্ঞেশ্বরের প্রণয়িনী মুরজা।

রতি। তোমাদের কথা শুন্‌লে হাসি পায়। তোমরা কি ভুল্‌লে যে, যে অনঙ্গদেব সমস্ত জগতের মন মোহন করেন, আমি তাঁর মনোমোহিনী রতি।

শচী। আঃ, তোমার মন্মথের কথা আর কইও না। হরের কোপানলে দগ্ধ হওয়া অবধি তাঁর আর কি আছে?

রতি। কেন, কি না আছে? তুমি যদি আমাকে আমার মন্মথের কথা কইতে বারণ কর, তবে তুমিও তোমার ইন্দ্রের নাম আর মুখে এনো না। তোমার প্রতি যে সুরপতির কত অনুরাগ, তা সকলেই জানে। তা তোমার প্রতি এত অনুরাগ না থাক্‌লে কি তিনি আর সহস্রলোচন হত্যেন।

শচী। (সরোষে) তোর এত বড় যোগ্যতা? তুই সুরেন্দ্রের নিন্দা করিস্? তোর মুখ দেখ্‌লে পাপ হয়।

(অদৃশ্যভাবে নারদের পুনঃ প্রবেশ।)

নার। (স্বগত) আহা! কি কন্দলই বাধিয়েছি। ইচ্ছা কর্য্যে যে বীণাধ্বনি করে একবার আহ্লাদে হাত তুলে নৃত্য করি। (চিন্তা করিয়া) যা হউক, এ দুর্জ্জয় কোপাগ্নি এখন নির্ব্বাণ করা উচিত।

[প্রস্থান।

মুর। আঃ, মিছে ঝগড়া কর কেন?

আকাশে। হে দেবনারীগণ! তোমরা কেন এ বৃথা বিবাদ করে দেবসমাজে নিন্দনীয়া হবে? দেখ, ঐ উৎসের সমীপে শিলাতলে বিদর্ভনগরের রাজা ইন্দ্রনীল রায় সুপ্তভাবে আছেন। তোমরা এ বিষয়ে ওঁকে মধ্যস্থ মান।

মুর। ঐ শুন্‌লে ত? আর দ্বন্দ্বে কাজ কি? এস, রাজা ইন্দ্রনীল রায়কে জাগান যাক্‌গে।

শচী। রাজা ইন্দ্রনীল আমার মায়ায় নিদ্রাবৃত হয়ে রয়েছে। এস, আমরা ঐ শিখরের কাছে দাঁড়ায়ে মহারাজকে মায়াজাল হতে মুক্ত করি।

[সকলের প্রস্থান, আকাশে কোমল বাদ্য।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া স্বগত) আহা! কি চমৎকার স্বপ্নটাই দেখ্‌তেছিলেম। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে নিদ্রাদেবী, আমি কি অপরাধ করেছি যে তুমি এ সময়ে আমার প্রতি এত প্রতিকূল হলে? হায়! আমি সশরীরে স্বর্গভোগ কত্যে আরম্ভ করবামাত্রেই তুমি আমাকে আবার এ দুর্জ্জয় সংসারজালে টেনে এনে ফেল্‌লে? জননি, এ কি মায়ের ধর্ম্ম!—আহা! কি চমৎকার স্বপ্নটাই দেখ্‌ছিলেম! বোধ হলো যেন আমি দেবসভায় বসে অপ্সরীগণের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করতেছিলাম, আর চতুর্দ্দিক থেকে যে কত সৌরভসুধা বৃষ্টি হতে-

ছিল, তা বর্ণনা করা মনুষ্যের অসাধ্য কর্ম্ম। (সচকিতে) এ আবার কি? এঁরা সকল কে? দেবী কি মানবী?

(শচী, মুরজা এবং রতির পুনঃ প্রবেশ।)

তা এঁদের অনিমেষ চক্ষু আর ছায়াহীন দেহ এঁদের দেবত্ব সন্দেহ দূর না কল্যেও, এঁদের অপরূপ রূপ লাবণ্যে আমার সে সংশয় ভঞ্জন হতো। নলিনীর আঘ্রাণ পেলে অন্ধ ব্যক্তিও জানতে পারে যে নলিনীই তার নিকট ফুটে রয়েছে। এমন্ অপরূপ রূপ লাবণ্য কি ভূমণ্ডলে সম্ভবে?

শচী। মহারাজের জয় হউক।

মুর। মহারাজ দীর্ঘায়ু হউন।

রতি। মহারাজের সর্ব্বত্র মঙ্গল হউক্।

শচী। হে মহীপতে, আমি ইন্দ্রাণী শচী।

মুর। মহারাজ, আমি যক্ষরাজপত্নী মুরজা।

রতি। নরেশ্বর, অামি মন্মথপ্রণয়িনী রতি।

শচী। (জনান্তিকে মুরজা এবং রতির প্রতি) এক জনকে কথা কইতে দাও—এত গোল কর কেন? এমন কল্যে কি কর্ম্ম সিদ্ধ হবে?

রাজা। (প্রণাম করিয়া) আপনাদের শ্রীচরণ দর্শন করে আমার জন্ম সার্থক হলো। তা আপনারা এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা করেন?

শচী। মহারাজ, ঐ যে পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর কনকপদ্মটি দেখ্‌তে পাচ্যেন, ঐটি আমাদের তিন জনের মধ্যে আপনি যাকে সর্ব্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী বিবেচনা করেন, তাকেই প্রদান করুন!

রতি। মহারাজ, শচীদেবী যা বল্লেন, আপনি তা ভাল করে বুঝলেন ত? ——যে সর্ব্বাপেক্ষা পরমসুন্দরী——

শচী। আরে, এত গোল কর কেন?

রাজা। (স্বগত) এ কি বিষম বিভ্রাট্! এঁরা সকলেই ত দেবনারী দেখ্‌ছি, তা এঁদের মধ্যে কাকে তুষ্ট কাকেই বা রুষ্ট করবো। (প্রকাশে) আপনারা এ বিষয়ে এ দাসকে মার্জ্জনা করুন্।

শচী। তা কখনই হবে না। আপনি পৃথিবীতে ধর্ম্ম অবতার। আপনাকে অবশ্যই এ বিচার কত্যে হবে।

মুর। এ মীমাংসা আপনি না কল্যে আর কে করবে?

রতি। তা এতে আপনার ভয় কি? আপনি একবার আমাদের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেই ত হয়।

রাজা। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! আজ্ যে আমি কি কুলগ্নেই যাত্রা করেছিলাম তা আর কাকে বল্‌বো।

শচী। নরনাথ, আপনি যে চুপ করে রইলেন্। এ বিষয়ে কি আপনার মনে কোন সংশয় হয়? দেখুন, আমি সুরেন্দ্রের মহিষী, আমি ইচ্ছা কল্যে আপনাকে এই মুহূর্ত্তেই সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্বপদে নিযুক্ত কত্যে পারি।

মুর। শচীদেবি, এ, সখি, তোমার বৃথা গর্ব্ব। দেখ, তোমরা প্রবল দৈত্যকুলের ভয়ে অমরাবতীতে দিবা রাত্রি যেন মরে থাক; তা তুমি আবার সসাগরা পৃথিবীর ইন্দ্রত্ব কোত্থেকে দেবে গা? (রাজার প্রতি) হে নরেশ্বর, আপনি বিবেচনা করুন, আমি ধনেশ্বরের ধর্ম্মপত্নী; এ বসুমতী আমারই রত্নাগার,—এতে যত অমূল্য রত্নরাজি আছে, আমি সে সকলের অধিকারিণী।

রতি। (স্বগত) বাঃ, এঁরা দুজনেই দেখ্‌চি বিচারকর্ত্তাকে ঘুস্ খাওয়াতে উদ্যত হলেন, তবে আমি আর চুপ্ করে থাকি, কেন? (প্রকাশে) মহারাজ, ইন্দ্রত্বপদের যে কি সুখ তা সুরপতিই জানেন। পক্ষিরাজ বাজ সদর্পে উন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গে বাস করে বটে। কিন্তু ঝড় আরম্ভ হল্যে সকলের আগে তারই সর্ব্বনাশ হয়। আর ধনের কথা কি বল্‌বো? যে ফণীর মস্তকে মণি জন্মে, সে সর্ব্বদাই বিবরে লুকুয়ে থাকে। আর যদি কখন ক্ষুধাতুর হয়ে ঘোরতর অন্ধকার রাত্রেও বাইরে আসে, তবে তার মণির কান্তি দেখে কে তার প্রাণ নষ্ট কত্যে চেষ্টা না করে? আরও দেখুন, ধন উপার্জ্জনে যার মন, তার অবশেষে তুত্‌পোকার দশা ঘটে। এই নির্ব্বোধ কীট অনেক পরিশ্রমে একখানি উত্তম গৃহ নির্ম্মাণ কর্য্যে তার মধ্যে বদ্ধ হয়ে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় প্রাণ হারায়, পরে পট্ট বস্ত্র অন্য লোকে পরে।

শচী। আহা! রতিদেবীর কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি গা! তবে এ পৃথিবীতে সুখী কে?

রতি। তা তুমি কেমন করে জানবে? আমার বিবেচনায় মধুকর সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। পুষ্পকুলের মধুপান ভিন্ন তার আর কোন কর্ম্মই নাই। তা মহারাজ, এ পৃথিবীতে যত পুষ্পস্বরূপ অঙ্গনা বিকশিতা হয়, তারা সকলেই আমার সেবিকা।

রাজা। (স্বগত) এখন আমার কি করা কর্ত্তব্য? এ বিপদ হতে কিসে পরিত্রাণ পাই?

শচী। হে নরনাথ, আপনার এ বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত হয় না।

রাজা। যে আজ্ঞা। (কনকপদ্ম গ্রহণ করিয়া) আপনারা স্বেচ্ছাক্রমে আমাকে এ বিষয়ে মধ্যস্থ মেনেছেন, তা এতে আমার বিবেচনায় যা যথার্থ বোধ হয়, আমি তা কল্যে ত আপনাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিরক্ত হবেন না?

সকলে। তা কেন হবো?

রাজা। তবে আমি এ কনকপদ্ম রতিদেবীকে প্রদান করি। আমার বিবেচনায় মন্মথমনোমোহিনী রতিদেবীই বামাদলের ঈশ্বরী (রতিকে পদ্ম প্রদান।)

শচী। (সরোষে) রে দুষ্ট মানব, তুই কামের বশ হয়ে ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌লি? তা তোকে আমি এ নিমিত্তে যথোচিত দণ্ড দিতে কোন মতেই ত্রুটি কর্‌বো না।

[প্রস্থান।

মুর। (সরোষে) তুই রাজকুলে, জন্মগ্রহণ করে, স্ত্রীলোভে চণ্ডালের কর্ম্ম কর্‌লি? তা তুই যে কালক্রমে এর সমুচিত শাস্তি পাবি, তার কোন সংশয় নাই।

[প্রস্থান।

রতি। (প্রফুল্ল বদনে) মহারাজ, আপনি এ বিষয়ে কোনমতেই শঙ্কিত হবেন না। আমি আপনাকে রক্ষা কর্‌বো, আর আপনার যথাবিধি পুরস্কার কত্যেও ভুল্‌বো না। আপনি আমার আশীর্ব্বাদে পরম সুখভোগী হবেন। এখন আমি বিদায় হই।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? তা পরে আমার অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে; এখন যে এ ঝঞ্ঝাটটা মিটে গেল, এতেই বাঁচল্যেম্। শচী আর মুরজা যে আমাকে ক্রোধানলে ভস্ম কর্য্যে যায় নাই, এই আমার পরম

(সারথির প্রবেশ।)

সার। মহারাজের জয় হউক। দেব আপনার রথ প্রস্তুত।

রাজা। সে কি? তুমি এ পর্ব্বত প্রদেশে রথ কি প্রকারে আন্‌লে?

সার। (কৃতাঞ্জলিপুটে) মহারাজ, আপনার প্রসাদে এ দাসের পক্ষে অতি সামান্য কর্ম্ম।

রাজা। তা রথ এখানে এনে ভালই করেছ। আমি এই ভগবান্ বিন্ধ্যাচলের মতন্ প্রায় অচল হয়ে পড়েছি। আর্য্য মানবক কোথায়?

সার। আজ্ঞা—তিনি মহারাজের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে বেড়াচ্যেন।

নেপথ্যে। ও——হো!——হৈ! ——হৈ!

রাজা। সারথি, তুমি রথের নিকটে গিয়ে আমার অপেক্ষা কর। আমি মানবককে সঙ্গে করে আনি।

সার। যে আজ্ঞা, মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) দেখি মানবক এখানে একলা এসে কি করে। এমন্ নিভৃত স্থলে ওর মতন্ ভীরু মনুষ্যকে ভয় দেখান অতি সহজ কর্ম্ম। (পর্ব্বতান্তরালে অবস্থিতি)।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদ্। (স্বগত) দূর কর মেনে! এ কি সামান্য যন্ত্রণা। ওরে নিষ্ঠুর পেট্, তুই এ অনর্থের মূল। আমি যে এই হাবাতে রাজাটার পাছে পাছে ওর ছায়ার মতন ফিরে বেড়াই, সে কেবল তোর জ্বালায় বৈ ত নয়। এট দেখ, এই পাহাড়ে দেশে হেঁটে হেঁটে আমি খোঁড়া হয়ে গেলেম্। (ভূতলে উপবেশন করিয়া) হায়, এই যে ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম, এর চিহ্ন স্বয়ং পুরুষোত্তম কত প্রযত্নে আপনার বক্ষঃস্থলে ধারণ করেন! তা দেখ, এ পাথরের চোটে একেবারে যেন ছিঁড়ে গেছে। উঃ, একবার রক্তের স্রোতের দিকে চেয়ে দেখ, যেন প্রবালের বৃষ্টিই হচ্যে। রে দুষ্ট বিন্ধ্যাচল, তোর কি দয়ার লেশমাত্রও নাই। আর কোত্থেকেই বা থাকবে। তোর শরীর যেমন পাষাণ, তোর হৃদয়ও তেমনি কঠিন। ওরে অধম, তোর কি ব্রহ্মহত্যাপাপের ভয় নাই?

নেপথ্যে। (তর্জ্জন গর্জ্জন শব্দ)।

বিদ্। ও বাবা! এ আবার কি? পর্ব্বত টা রেগে উঠ্‌লো না কি?

নেপথ্যে। (তর্জ্জন গর্জ্জন শব্দ)।

বিদ্। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! (ভূতলে জানুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশে) হে ভগবন্ বিন্ধ্যাচল, তুমি আমার দোষ এবার ক্ষমা কর। প্রভু, আমি তোমার পায়ে পড়ি। আমি এই নাক কাণ মলে বল্‌ছি, আমি তোমাকে আর এ জন্মেও নিন্দা কর্‌বো না। হিমাদ্রিকে অচলেন্দ্র কে বলে? তুমিই পর্ব্বতকুলের শিরোমণি! (গাত্রোত্থান এবং চিন্তা করিয়া স্বগত) দূর্, আমার আজ্ কি হয়েছে। আমি এক্ টুতে এত ডরালেম যে? বোধ করি, ও শব্দটা কেবল প্রতিধ্বনি মাত্র।

নেপথ্যে।——ধ্বনিমাত্র।

বিদ্। (সচকিতে) এ আবার কি? এ যে যথার্থই প্রতিধ্বনি। তা পর্ব্বত প্রদেশই ত প্রতিধ্বনির জন্মস্থান। দেখি এর সঙ্গে কেন কিঞ্চিৎ আলাপই করি না (উচ্চস্বরে) ওলো প্রতিধ্বনি?

নেপথ্যে।—পিরীতের ধনি।

বিদ্। ওলো তুই আবার কোত্থেকে লো?

নেপথ্যে।—কে লো?

বিদূ। তুই লো।

নেপথ্যে। তুই লো।

বিদূ। মর, তোর মুখে ছাই।

নেপথ্যে।—মুখে ছাই।

বিদূ। কার মুখে লো? আমার মুখে কি তোর মুখে?

নেপথ্যে।—তোর মুখে।

বিদূ। বাহবা! বাহবা!

নেপথ্যে।—বোবা।

বিদূ। মর্ গস্তানি, তুই আমাকে গাল দিল্?

নেপথ্যে।—ইস্।

বিদূ। যা, এখন যা।

নেপথ্যে।—আঃ।

বিদূ। ও কি লো? তোর কি আমাকে ছেড়ে যেতে মন চায় না লো।

নেপথ্যে।—না লো।

বিদূ। দূর মাগি, তুই এখন গেলে বাঁচি।

নেপথ্যে।—আঁ্যা—ছি।

বিদূ। মাগীকে তাড়াবার কোন উপায়ই দেখি না।

নেপথ্যে।—না।

বিদূ। বটে? তবে এই দেখ্। (মুখাবৃত করিয়া শিলাতলে উপবেশন)।

(রাজার পুনঃ প্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) আমাকে যে আজ কত বেশ ধর্তে হচ্যে তা বলা দুষ্কর। আমি এই উপবনে বিষাদরূপে প্রবেশ করে প্রথমতঃ দেবদেবীর মধ্যস্থ হলেম; তার পরে আবার প্রতিধ্বনিও হলেম; দেখি, আরও কি হতে হয়। (পর্ব্বতান্তরালে অবস্থিতি)।

বিদূ। (মুখ মোচন করিয়া স্বগত) মাগি গেছে ত। ওলো প্রতিধ্বনি তুই কোথায় লো। রাম বলো, আপদ্ গেছে। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) আহা! ফোয়ারাটী কি সুন্দর দেখ! এমন জল দেখলে শীতকালেও তৃষ্ণা পায়। তা আমার যে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে যে কিছু আহার না করে কখনই জল খাব না। কি আশ্চর্য্য! ঐ যে একটা উত্তম পাকা দাড়িম্ব দেখ্তে পাচ্চি। তা এ নির্জ্জন স্থানে একজন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণকে কিছু ফলাহারই করাইনে কেন? (দাড়িম্বগ্রহণ)।

নেপথ্যে। রে দুষ্ট তস্কর, তুই কি জানিস্না যে এ দেব উপবন যক্ষরাজের রক্ষিত।

বিদূ। (সত্রাসে স্বগত) ও বাবা! এ আবার মাটী খেয়ে কি করে বস্লেম্।

নেপথ্যে। ওরে পাষণ্ড, আমি এই তোর মস্তকচ্ছেদন কত্যে আস্ছি। (হুহুঙ্কার ধ্বনি)।

বিদূ। (সত্রাসে ভূতলে জানুদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশে) হে যক্ষরাজ, আপনি এবার আমাকে রক্ষা করুন। আমি একজন্ অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, পেটের দায়েই এ কর্ম্মটা করেছি।

নেপথ্যে। হা মিথ্যাবাদি, যার ব্রাহ্মণকুলে জন্ম সে মহাত্মা কি কখন পরধন অপহরণ করে?

বিদূ। (সত্রাসে) হে যক্ষরাজ, আমি আপনার মাথা খাই যদি মিথ্যা কথা কই। আমি যথার্থই ব্রাহ্মণ। তা আমি আপনার নিকটে এই শপথ কচ্যি যে, যদি আর কখন পরের দ্রব্য চুরি করি, তবে যেন আমি সাতপুরুষের হাড় খাই। আমি এই নাকে খত্ দিয়ে বল্চি—

নেপথ্যে। দে, খত্ দে।

বিদূ। (খত্ দিয়া) আর কি কত্যে আজ্ঞা কর্ব্বেন বলুন।

নেপথ্যে। তুই এ স্থলে কি নিমিত্তে এসেছিস্?

বিদূ। (স্বগত) বাঁচলেম্! আর যে কত ফল চুরি করে খেয়েছি, তা জিজ্ঞাসা কল্যে না। (প্রকাশে) যক্ষরাজ, আর দুঃখের কথা কি বল্‌বো। আমি বিদর্ভ-নগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আপনার উপবনে এসেছি।

নেপথ্যে। সে কি? বিদর্ভনগরের ইন্দ্রনীল রায় যে অতি নিষ্ঠুর ব্যক্তি। সে না তার প্রজাদের অত্যন্ত পীড়ন করে?

বিদূ। আপনি দেখ্‌ছি সকলই জানেন, তা আপনাকে আমি আর অধিক কি বল্‌বো। রাজা বেটা রেয়েতের কাছে যখন যা দেখে, তখনই তাই লুটেপুটে খায়।

নেপথ্যে। বটে? সে না বড় অসৎ।

বিদূ। মহাশয়, ও কথা আর বল্‌বেন না,—ওর রাজ্যে বাস করা ভার, বেটা রাবণের পিতামহ।

নেপথ্যে। বটে? রাজার কয় সংসার?

বিদূ। আজ্ঞা বেটা এখনও বিয়ে করে নি।

নেপথ্যে। কেন?

বিদূ। মহাশয়, বেটা কৃপণের শেষ। পয়সা খরচ হবে বল্যে বিয়ে করে না।

(রাজার পুনঃ প্রবেশ)।

রাজা। কি হে দ্বিজবর, এ সকল কি সত্য কথা? আমি প্রজাপীড়ন করি? আমি দশানন অপেক্ষাও দুরাচার? আমি কি অর্থব্যয় হবে বল্যে বিবাহ করি না?

বিদূ। কি সর্ব্বনাশ! এ ত যক্ষরাজ নয়, এ যে রাজা ইন্দ্রনীল। তা এখন কি করি? একে যে গালাগালি দিচ্ছি, বোধ করি মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবে এখন।

রাজা। কি হে সখে মানবক, তুমি যে চুপ করে রইলে? এখন আমার উচিত যে আমিই তোমার মস্তকচ্ছেদ করি।

বিদূ। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চ-হাস্য)।

রাজা। ও কি ও, হেসে উড়িয়ে দিতে চাও না কি?

বিদূ। হাঃ। হাঃ! হাঃ! (উচ্চ-হাস্য)।

রাজা। মরমূর্খ। তুই পাগল হলি না কি?

বিদূ। হাঃ। হাঃ! হাঃ! বয়স্য, আপনি কি বিবেচনা করেন যে আমি আপ-নাকে চিন্‌তে পেরেছিলেম্ না। হাঃ! হাঃ! হাঃ!

রাজা! বল্ দেখি, কিসে চিন্‌তে পেরেছিলি?

বিদূ। মহারাজ, হাতির গর্জ্জন শুনে কি কেউ মনে করে যে কোলা ব্যাঙ ডাক্‌চে। সিংহের হুহুঙ্কার শব্দ কি গলা-ভাঙ্গা গাধার চীৎকার বোধ হয়। হাঃ! হাঃ! হাঃ! (উচ্চহাস্য)।

রাজা। ভাল, তবে তুমি আমাকে এত নিন্দা কল্যে কেন?

বিদূ। বয়স্য, পাপকর্ম্ম কল্যে তার ফল এ জন্মেও ভোগ কত্যে হয়! দেখুন, আপনি একজন সদ্‌ব্রাহ্মণকে ভয় দেখিয়ে তাকে কষ্ট দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, তার জন্যেই আপনাকে নিন্দাস্বরূপ কিঞ্চিৎ তিক্ত বারি পান কত্যে হলো।

রাজা। (সহাস্য বদনে) সখে, তোমার কি অগাধ বুদ্ধি। সে যা হউক, আমি যে আজ এ উপবনে কত অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছি, তা তুমি শুন্‌লে অবাক্ হবে।

বিদূ। কেন মহারাজ? কি হয়েছিল, বলুন দেখি?

রাজা। সে সকল কথা এ স্থলে বক্তব্য নয়। চল, এখন দেশে যাই। সে সব কথা এর পরে বল্‌বো।

বিদূ। তবে চলুন্। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া অবস্থিতি।)

রাজা। ও আবার কি? দাঁড়ালে কেন?

বিদূ। বয়স্য, ভাব্‌চি কি——বলি যদি এখানে যক্ষরাজ নাই, তবে ও পাকা দাড়িমটা ফেলে যাব কেন?

রাজা। (সহাস্যবদনে) কে ফেলে যেতে বল্‌চে? নাও না কেন?

বিদূ। যে আজ্ঞা। (দাড়িম্ব গ্রহণ)।

রাজা। চল, এখন যাই। যদি যক্ষরাজ যথার্থই এসে উপস্থিত হন, তবে কি হবে?

বিদূ। আজ্ঞা হাঁ—এ বড় মন্দ কথা নয়; তবে শীঘ্রই চলুন্।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মাহেশ্বরী—রাজশুদ্ধান্তসংক্রান্ত উদ্যান।

(পদ্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ।)

পদ্মা। (আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া) সখি, সূর্য্যদেব অস্তে গেছেন বটে, কিন্তু এখনও একটু রৌদ্র আছে।

সখী। প্রিয়সখি, তবুও দেখ, ঐ না একটী তারা আকাশে উঠেছে?

পদ্মা। ওকে কি তুমি চেন না, সখি? ও যে ভগবতী রোহিণী। চন্দ্রের বিরহে ওঁর মন্ এত চঞ্চল হয়েছে, যে উনি লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে তাঁর আস্‌বার আগেই একলা এসে তাঁর অপেক্ষা কচ্যেন্।

সখী। প্রিয়সখি, তা যেন হলো, কিন্তু একবার এ দিকে চেয়ে দেখ। কি চমৎকার!

পদ্মা। কেন, কি হয়েছে?

সখী। ঐ দেখ, মধুকর তোমার মালতীর মধুপান কত্যে এসেছে, কিন্তু মলয়মারুত যেন রাগ করেই ওকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও স্থির হয়ে বস্‌তে দিচ্যেন্ না। আর দেখ, ওরও কত লোভ। ওকে যতবার মলয় তাড়াচ্যেন, ও ততবার ফিরে ফিরে এসে বস্‌চে।

পদ্মা। সখি, চল দেখিগে, চক্রবাকী তার প্রাণনাথকে বিদায় করে, এখন একলা কি কচ্যে।

সখী। প্রিয়সখি, তাতে কাজ নাই। বরঞ্চ চল দেখিগে কুমুদিনী আজ্ কেমন বেশ করে তার বাসরঘরে চন্দ্রের অপেক্ষা কচ্যে!

পদ্মা। সখি, যে ব্যক্তি সুখী, তার কাছে গেলেই বা কি, আর না গেলেই বা কি? কিন্তু যে ব্যক্তি দুঃখী, তার কাছে গিয়ে দুটী মিষ্ট কথা কইলে তার মন্ অবশ্যই প্রফুল্ল হয়। আমি দেখেছি যে উচ্চস্থলে বৃষ্টিধারা পড়লে, জলটা অতিশীঘ্র বেগে চলে যায়, কিন্তু যদি কোন মরুভূমি কখন জলধরের প্রসাদ পায়, তবে সে তা তৎক্ষণাৎ ব্যগ্র হয়ে পান করে।

(পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরি। রাজনন্দিনি, একজন পটোদের মেয়ে পট বেচবার জন্যে এসেছে; আপনি যদি আজ্ঞা করেন, তবে তাকে এখানে ডেকে আনি। সে বল্‌ছে যে তার কাছে অনেক রকম উত্তম উত্তম পট আছে।

সখী। দূর, একি পট দেখ্‌বার সময়?

পদ্মা। কেন? এখনও ত বড় অন্ধকার হয় নাই। (পরিচারিকার প্রতি) যা, তুই চিত্রকরীকে ডেকে আন্‌গে।

পরি। রাজনন্দিনি, সে অতি নিকটে আছে। (উচ্চস্বরে) ওলো পটোদের মেয়ে, আয়, তোকে রাজনন্দিনী ডাক্‌চেন।

নেপথ্যে। এই যাচ্চি।

(চিত্রকরীবেশে রতিদেবীর প্রবেশ।)

সখী। (জনান্তিকে পদ্মাবতীর প্রতি) প্রিয়সখি, এর নীচকুলে জন্ম বটে, কিন্তু রূপলাবণ্য দেখ্‌লে চক্ষু জুড়ায়।

পদ্মা। (জনান্তিকে সখীর প্রতি) তুমি কি ভেবেচ, সখি, যে মণি মাণিক্য কেবল রাজগৃহে থাকে? কতশত অন্ধকারময় খনিতেও যে তাদের পাওয়া যায়। এই যে উজ্জ্বল মুক্তাটি দেখ্‌চ, এ একটা কদাকার শুক্তির গর্ভে জন্মেছিল। আর যে নলিনীকে লোকে ফুলকুলের ঈশ্বরী বলে, তার কাদায় জন্ম। (রতির প্রতি) তুমি কি চাও?

রতি। (স্বগত) আহা! রাজা ইন্দ্রনীলের কি সৌভাগ্য। তা সে শচীর আর মুরজার দর্প চূর্ণ করে আমার যে মান রেখেছে, আমার তাকেই এই অমূল্য রত্নটী দান করা উচিত।

পদ্মা। চিত্রকরি, তুমি যে চুপ্‌ করে রৈলে? তুমি ভয় করো না। এখানে কার সাধ্য যে, তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করে।

রতি। আপনি হচ্চ্যেন্‌ রাজার মেয়ে, আপনার কাছে মুখ্‌ খুলতে আমার ভয় হয়।

পদ্মা। (সহাস্যবদনে) কেন? রাজকন্যারা কি রাক্ষসী? তারাও তোমাদের মতন মানুষ বৈ ত নয়।

রতি। (স্বগত) আহা! মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনই সরলা।

পদ্মা। (শিলাতলে উপবেশন করিয়া) চিত্রকরি, এই আমি বস্‌লেম, তোমার পট সকল এক এক খান করে দেখাও।

রতি। যে আজ্ঞে, এই দেখাচ্চি।

পদ্মা। চিত্রকরি, তুমি কোথায় থাক?

রতি। আজ্ঞে, আমরা পাহাড়ে মানুষ।

পদ্মা। তোমার স্বামী আছে?

রতি। রাজনন্দিনি, আমার পোড়া স্বামীর কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন্‌? তিনি আগুনে পুড়েও মরেন্‌ না। আর যেখানে সেখানে পান, কেবল লোকের মন মজিয়ে বেড়ান।

সখী। প্রিয়সখি, যদি তোমার পট দেখ্‌তে ইচ্ছা থাকে, তবে আর দেরি করো না।

পদ্মা। চিত্রকরি, এস, তোমার পট দেখাও।

রতি। এই দেখুন। (একখান পট প্রদান।)

পদ্মা। (অবলোকন করিয়া সখীর প্রতি) সখি, এই দেখ, অশোককাননে সীতাদেবী রাক্ষসীদের মধ্যে বসে কাঁদ্‌চেন। আহা! যেন সৌদামিনী মেঘমালায় বেষ্টিতা হয়ে রয়েছে। কিম্বা নলিনীকে যেন শৈবালকুল ঘেরে বসেছে। আর ঐ যে ক্ষুদ্র বানরটি গাছের ডালে দেখ্‌চ, ও পবনপুত্র হনুমান। দেখ, জানকীর দশা দেখে ওর চক্ষের জল বৃষ্টিধারার মতন অনর্গল পড়্‌ছে। সখি, এ সকল ত্রেতাযুগের কথা, তবু এখনও মনে হল্যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়।

রতি। (স্বগত) আহা! এ কি সামান্য দয়াশীলা। ভগবতী বৈদেহীর দুঃখেও এর নয়ন অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হল্যো।

(প্রকাশে) রাজনন্দিনি, আরও দেখুন। (অন্য একখান পট প্রদান।)

পদ্মা। এ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। এই যে ব্রাহ্মণ ধনুর্ব্বাণ ধরে অলক্ষ্য লক্ষ্যের দিকে আকাশমার্গে দৃষ্টি কচ্যেন্, ইনি যথার্থ ব্রাহ্মণ নন্। ইনি ছদ্মবেশী ধনঞ্জয়। ঐ যাজ্ঞসেনী।

রতি। (পদ্মাবতীর প্রতি) রাজ-নন্দিনি, এই পটখান একবার দেখুন দেখি। (পট প্রদান।)

পদ্মা। (অবলোকন করিয়া ব্যগ্র-ভাবে রতির প্রতি) চিত্রকরি, এ কার প্রতিমূর্ত্তি লা?

রতি। আজ্ঞে, তা আমি আপনাকে ——(অর্দ্ধোক্তি)।

পদ্মা। সখি——(মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি)।

সখী। (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়, একি! প্রিয়সখী যে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লেন। (পরিচারিকার প্রতি) ওলো মাধবি, তুই শীঘ্র একটু জল আন্‌ত লা।

[পরিচারিকার বেগে প্রস্থান।

রতি। (স্বগত) ইন্দ্রনীলের প্রতি যে পদ্মাবতীর এত পূর্ব্বরাগ জন্মেছে, তা ত আমি জান্‌তেম না। এদের দুজনকে স্বপ্নযোগে কয়েকবার একত্র করাতেই এরা উভয়ে উভয়ের প্রতি এত অনুরক্ত হয়েছে। এত ভালই হয়েছে। আমার আর এখন এখানে থাকায় কোন প্রয়োজন নাই। শচী আর মুরজার ক্রোধে পদ্মাবতীর অনিষ্ট ঘটতে পারবে? আমি এ সকল বৃত্তান্ত ভগবতী পার্ব্বতীকে অবগত করালে, তিনি যে এই পদ্মাবতীর প্রতি অনুকূল হবেন তার কোন সন্দেহ নাই। (অন্তর্দ্ধান।)

সখী। (স্বগত) হায়! প্রিয়সখী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়্‌লেন্ এর কারণ কি?

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া ব্যগ্র-ভাবে) সখি, চিত্রকরী কোথায় গেল?

সখী। কৈ, তাকে ত দেখ্‌তে পাই না। বোধ করি সে তোমাকে অচেতন দেখে মাধবীর সঙ্গে জল আন্‌তে গিয়ে থাক্‌বে।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে) তবে কি সে চিত্রপটখানা সঙ্গে লয়ে গেছে?

সখী। ঐ যে চিত্রপট তোমার সম্মু-খেই পড়ে রয়েছে।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে চিত্রপট লইয়া বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া) সখি, এ চিত্র-করীকে তুমি আর কখন দেখেচ?

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যে চিত্রপটখানা এত যত্ন করে বুকে লুকয়ে রাখ্‌লে?

পদ্মা। আমি যা জিজ্ঞাসা কচ্যি তার উত্তর দাও না কেন? এ চিত্রকরীকে তুমি আর কখন দেখেচ?

সখী। ওকে আমি কোথায় দেখবো?

(জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ।)

পরি। রাজনন্দিনী যে আমি জল না আন্‌তে আন্‌তে সেরে উঠেছেন, তা বেশ হয়েছে।

সখী। হ্যাঁ লা মাধবি, এ পটো মাগী কোন দিকে গেল তুই দেখেছিস্?

পরি। কেন? সে না এখানেই ছিল। সে ত কই আমার সঙ্গে যায় নাই। যাই, এখন আমি এ ঘটিটে রেখে আসিগে।

[প্রস্থান।

পদ্মা। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! সখি, আমি বোধ করি এ চিত্রকরী কোন সামান্যা স্ত্রী না হবে।

সখী। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) তাই ত, এ কি পাখী হয়ে উড়ে গেল?

পদ্মা। দেখ, সখি, তুমি কারো কাছে এ কথার প্রসঙ্গ করো না।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যদি বারণ কর তবে নাই বা কল্যেম। (নেপথ্যে নানা-বিধ যন্ত্রধ্বনি) ঐ শোন। সঙ্গীতশালায় গানবাদ্য আরম্ভ হলো। চল, আমরা যাই।

পদ্মা। সখি, তুমি যাও; আমি আরও কিঞ্চিৎকাল এখানে থাক্‌তে ইচ্ছা করি।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি না গেলে কি ওরা কেউ মন দিয়ে গাবে না বাজাবে?

পদ্মা। আমি গেলেম্ বল্যে। তুমি গিয়ে নিপুণিকাকে আমার বীণার সুর বাঁধ্‌তে বল।

সখী। আচ্ছা—তবে আমি চল্যেম্।

[প্রস্থান।

পদ্মা। হে রজনীদেবি, এ নিখিল জগতে কোন্ ব্যক্তি এমন্ দুঃখী আছে, যে সে তোমার কাছে তার মনের কথা না কয়? দেখ, এই যে ধুতূরাফুল, এ সমস্ত দিন লজ্জায় আর মনস্তাপে মৌনভাবে থাকে, কেন না বিধাতা একে পরমসুন্দরী করেও এর অধরকে বিষাক্ত করেছেন, কিন্তু তুমি এলে এও লজ্জা সম্বরণ কর্যে বিকশিত হয়। জননি, তুমি পরমদয়াশীলা। (পরিক্রমণ করিয়া) হায়! আমার কি হলো। আজ্ কয়েক দিন অবধি আমি প্রতি রাত্রে যে একটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ চি, তার কথা আর কাকে বল্‌বো? বোধ হয়, যেন একটী পরম সুন্দর পুরুষ আমার পাশে দাঁড়িয়ে এই বলেন—"কল্যাণি, আমার এই হৃৎসরোবরকে সুশোভিত করবার নিমিত্তেই বিধাতা তোমার মতন কনকপদ্ম সৃষ্টি করেছেন। প্রিয়ে, তুমি আমার।" এই মাত্র বলে সেই মহাত্মা অন্তর্দ্ধান হন। আর এই তাঁরই প্রতিমূর্ত্তি। এই যে চিত্রকরী যিনি আমাকে অমূল্য রত্ন প্রদান করে গেলেন, ইনিই বা কে? (পটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ ও নিশ্বাস পরি-ত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর, তুমি অন্ধ-কারময় রাত্রে যে গৃহস্থের মন চুরি করেছ, সে তোমাকে এই মিনতি কচ্যে যে তুমি নির্ভয় হয়ে তার আর যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাও এসে অপহরণ কর।

নেপথ্যে। রাজনন্দিনী যে এখনও এলেন না? তিনি না এলে ত আমরা গাইতে আরম্ভ কর্‌বো না।

পদ্মা। (স্বগত) হায়! আমার এমন দশা কেন ঘটলো? হে স্বপ্নদেবি, এ যদি তোমারই লীলা হয়, তবে তুমি এ দাসীকে আর বৃথা যন্ত্রণা দিও না। (দীর্ঘনিশ্বাস পরি-ত্যাগ করিয়া) তা আমি এ সকল কথা কি জন্মে আর ভুল্‌তে পার্‌বো?

(পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ।)

পরি। রাজনন্দিনি, আপনি না এলে ওরা কেউ গাইতে চায় না। আর নিপু-ণিকাও আপনার বীণার সুর বেঁধেছে।

পদ্মা। তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(শচী এবং মুরজার প্রবেশ।)

শচী। (সরোষে) সখি, রতিকে ত তুমি ভাল করে চেন না। ওর অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে? দেখ, রুদ্রদেব রাগলে ভগবতী পার্ব্বতীও তাঁর নিকটে যেতে ভয় পান, কিন্তু রতি অনায়াসে তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে কেঁদে চক্ষের জলে তাঁর কোপানল নির্ব্বাণ করে। রতি ফাঁদ পাত্‌লে তাতে কে না পড়ে? অমরকুলে এমন্ মেয়ে কি আর দুটি আছে?

মুর। তা ও এখানে এসে কি করেছে?

শচী। কি না করেছে? এই মাহে-শ্বরীপুরীর রাজা যজ্ঞসেনের মেয়ে পদ্মা-

বতীর মতন সুন্দরী নারী পৃথিবীতে নাই। রতি এই মেয়েটির সঙ্গে দুষ্ট ইন্দ্রনীলের বিবাহ দেবার চেষ্টা পাচ্যে। সখি, ইন্দ্র-নীলকে যদি রতি এই স্ত্রীরত্নটী দান করে, তবে আমাদের কি আর মান্ থাক্‌বে?

মুর। তার সন্দেহ কি? তা ও কি প্রকারে এ চেষ্টা পাচ্যে, তার কিছু শুনেছ?

শচী। শুন্‌বো না কেন? ও প্রতি-রাত্রে এসে ইন্দ্রনীলের বেশ ধরে পদ্মা-বতীকে স্বপ্নযোগে আলিঙ্গন দেয়, সুতরাং মেয়েটিও একেবারে ইন্দ্রনীলের জন্যে যেন উন্মত্তা হয়ে উঠেছে।

মুর। বাঃ, রতির কি বুদ্ধি?

শচী। বুদ্ধি? আর শোন না। আবার রাজলক্ষ্মীর বেশ ধারণ করে্য ও গতরাত্রে রাজা যজ্ঞসেনকে স্বপ্নে বলেছে যে যদি পদ্মাবতীর স্বয়ম্বর অতি শীঘ্র মহা-সমারোহে না হয় তবে সে শ্রীভ্রষ্ট হবে।

মুর। কি আশ্চর্য্য! স্বয়ম্বর হলেই ত ইন্দ্রনীল অবশ্যই আস্‌বে। আর ইন্দ্র-নীলকে দেখ্‌বামাত্রেই পদ্মাবতী তাকেই বরণ করবে।

শচী। তা হলে আমরা গেলেম! পৃথিবীতে কি আর কেউ আমাদের মানবে না পূজা কর্‌বে? সখি, তোমাকে আর কি বল্‌বো। এ কথা মনে পড়্‌লে রাগে আমার চক্ষে জল আসে। আর দেখ, রাজা যজ্ঞসেন মন্ত্রীদের লয়ে আজ এই স্বয়ম্বরের বিষয়ে বিচার কচ্যে।

মুর। তবে ত আর সময় নাই। তা এখন কি কর্ত্তব্য?—ও কি ও? (নেপথ্যে বহুবিধ যন্ত্রধ্বনি) আহা! কি মধুরধ্বনি। সখি, একবার কাণ দিয়ে শোন। তোমার অমরাবতীতেও এমন মধুরধ্বনি দুর্লভ।

শচী। আঃ, তুমিও যেমন। ও সকল কি আর এখন ভাল লাগে।

নেপথ্যে। তুই, সই, আরম্ভ কর্‌না কেন?

নেপথ্যে। চুপ কর্ লো—চুপ কর্। ঐ শোন্ রাজনন্দিনী আরম্ভ কচ্যেন্। (বীণাধ্বনি।)

নেপথ্যে। আহা! রাজনন্দিনি, তুমি কি ভগবতী বীণাপাণীর বীণাটা একেবারে কেড়ে নেছ গা?

নেপথ্যে। মর, এত গোল করিস্ কেন?

নেপথ্যে। *(গীত।)*

(থাম্বাজ—মধ্যমান।)

কেন হেরেছিলাম্ তারে।
বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে॥
সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন,
সাধে হয়ে পরাধীন, নিশিদিন ভাবে পরে।
কত করি ভুলিবারে,মন তাতো নাহি পারে,
যবে যে ভাবনা করে, সে জাগে অন্তরে।
শরমে মরম ব্যথা, নারি প্রকাশিতে কোথা,
জড়ের স্বপন যথা, মরমে মরি গুমরে॥

মুর। শচীদেবি, আমরা কি নন্দন-কাননে উর্ব্বশী আর চারুনেত্রার মধুরস্বর শুনে মোহিত হলেম্?

শচী। সখি, তুমিও কি এই প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি দিতে প্রবৃত্ত হলে? দেখ, যদি রতির মনস্কামনা সুসিদ্ধ হয়, তবে এই সুধারস দুষ্ট ইন্দ্রনীলই দিবারাত্র পান করবে। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি যক্ষেশ্বরি, আমার মতন্ হতভাগিনী কি আর দুটি আছে? লোকে আমাকে বৃথা ইন্দ্রাণী বলে। আমার পতি বজ্রদ্বারা কত শত উন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গকে চূর্ণ করে উড়িয়ে দেন; কতশত বিশাল তরুরাজকে

ভস্ম করে ফেলেন; কিন্তু আমি দেখ একজন অতি ক্ষুদ্র মানবকেও যৎকিঞ্চিৎ দণ্ড দিতে পারলেম্ না। হায়! আমার বেঁচে আর সুখ কি!

মুর। তবে, সখি, তোমার কি এই ইচ্ছা যে ইন্দ্রনীলকে শাস্তি দেবার জন্যে সুশীলা মেয়েটিকেও কষ্ট দেবে?

শচী। কেন দেব না? পরমান্ন চণ্ডালকে দেওয়া অপেক্ষা জলে ফেলে দেওয়াও ভাল। দেখ, দুষ্টদমনের নিমিত্তে বিধাতা সময় বিশেষে ভগবতী পৃথিবীকেও জলমগ্না করেন।

মুর। তবে, সখি, চল, আমরা কলি-দেবের কাছে যাই, তিনি এ বিষয়ের একটা না একটা উপায় অবশ্যই করে দিতে পারবেন।

শচী। (চিন্তা করিয়া) হ্যাঁ, এ যথার্থ কথা। কলিদেবই এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য কত্তে পারবেন। তা সখি, চল, আমরা শীঘ্র তাঁরই কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মাহেশ্বরীপুরী—রাজনিকেতন।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চু। (স্বগত) আহা! শৈলেন্দ্রের গলে শোভে যে রতন—
সে অমূল্য ধন কভু সহজে কি তিনি
প্রদান করেন পরে? গজরাজ শিরে
ফলে যে মুকুতারাজি, কে লভয়ে কবে
সে মুকুতারাজি, যদি না বিদরে আগে
সে শির? সকলে জানে, সুরাসুর মিলি
মথিয়া কত যতনে সাগর, লভিলা
অমৃত—কত পীড়নে পীড়ি জলনিধি!
হায় রে, কে পারে পরে দিতে ইচ্ছা করি,
যে মণিতে গৃহ তার উজ্জ্বল সতত।

(চিন্তা করিয়া)

বিধির এ বিধি কিন্তু কে পারে লঙ্ঘিতে?—
ছায়ায় কি ফল কবে দরশে তরুর?
সরোবরে ফুটিলে কমল, লোকে তারে
তুলে লয়ে যায় সুখে! মলয়-মারুত,
কুসুম কানন ধন সুরভিরে হরি,
দেশ দেশান্তরে চলি যান কুতুহলে!
হিমাদ্রির কণক ভবন ত্যজি সতী—
ভবভাবিনী ভবানী—ভজেন ভবেশে!

(পরিক্রমণ)

যার ঘরে জনমে দুহিতা, এ যাতনা
ভোগী সে! (দীর্ঘনিশ্বাসে)——

প্রভো, তোমারই ইচ্ছা। যা হৌক, মহারাজ যে এখন রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর স্বয়ম্বরে সম্মত হয়েছেন, এ পরম আহ্লাদের বিষয়। এখন জগদীশ্বর এই করুন্ যে কন্যাটী যেন একটি উপযুক্ত পাত্রের হাতেই পড়ে।

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া প্রকাশে) কে ও?

(সখীর প্রবেশ)

বসুমতী না? আরে এস, দিদি এস! আমি বৃদ্ধব্রাহ্মণ—কালক্রমে প্রায়ই অন্ধ হয়েছি, কিন্তু তবু ও পূর্ণশশীর উদয় হলো তাঁকে চিন্‌তে পারি। এস এস।

সখী। ঠাকুর দাদা, প্রণাম করি।

কঞ্চু। কল্যাণ হউক্।

সখী। মহাশয়, আমার প্রিয়সখীর নাকি স্বয়ম্বর হবে?

কঞ্চু। এ কথা তোমাকে কে বল্যে?

সখী। যে বলুক্ না কেন? বলি এ সত্য ত?

কঞ্চু। বাঃ, কেমন করে সত্য হবে? তোমার প্রিয়সখী ত আর পাঞ্চালী নন্ যে

তাঁর পঞ্চস্বামী হবে। আমি বেঁচে থাক্‌তে তাঁর কি আর বিবাহ হত্যে পারে? গৌরী কি হরকে বৃদ্ধ বল্যে ত্যাগ কত্যে পারেন? (হাস্য)।

সখী। (স্বগত) দূর বুড়ো। (হস্তধারণ করিয়া প্রকাশে) ঠাকুরদাদা, আপনার পায়ে পড়ি, বলুন না, এ কথাটা কি সত্য?

কঞ্চু। আরে কর কি? গায়ে হাত দিও না। তুমি কি জান না, নীরস তরুকে দাবানল স্পর্শ কর্‌লে, সে যে তৎক্ষণাৎ জ্বলে যায়।

সখী। তবে আমি চল্‌লেম্‌।

কঞ্চু। কেন?

সখী। এখানে থেকে আবশ্যক কি? আপনার কাছে ত কোন কথাটিই পাওয়া যায় না।

কঞ্চু। (সহাস্যবদনে) আরে, আমি রাজসংসারে চাকুরী করে বুড়ো হয়েছি। আমাকে ঘুস না দিলে কি আমার দ্বারা কোন কর্ম্ম হতে পারে? ঘানিগাছে তেল না দিলে সে কি সহজে ঘোরে?

সখী। আচ্ছা। রাজমাতার সোণার হামান্‌দিস্তায় যে পান মস্‌লা দিয়ে ছেঁচে, তাই আপনাকে না হয় একটু এনে দেব। তা হলে ত হবে?

কঞ্চু। সুধু পান নিয়ে কি হবে? মিঠাই টিঠাই কিছু দিতে পার কি না?

সখী। হাঁ! পারবো না কেন?

কঞ্চু। তবে বলি। এ কথা যথার্থ। তামার প্রিয়সখীর স্বয়ম্বর হবে।

সখী। (ব্যগ্রভাবে) হ্যাঁ মহাশয়, কবে হবে?

কঞ্চু। অতি শীঘ্রই হবে। মহারাজ মন্ত্রীবরকে স্বয়ম্বরের সমুদয় আয়োজন কত্যে অনুমতি করেছেন। আর কাল প্রাতে দূতেরা নিমন্ত্রণপত্র লয়ে দেশ দেশান্তরে যাত্রা কর্‌বে। দেখো, এ পদ্মের গন্ধে অলিকুল একবারে উন্মত্ত হয়ে উড়ে আস্‌বে। ও কি ও! তুমি কাঁদ্‌তে আরম্ভ কল্যে। তোমাকে ত আর শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না।

সখী। (চক্ষু মুছিয়া) কৈ। আমি কাঁদ্‌ছি আপনাকে কে বল্‌লে? (রোদন)।

কঞ্চু। আরে ঐ যে। কি উৎপাত! তা তোমার জন্যেও না হয় একটা বর ধরে দেব, তার নিমিত্তে ভাবনা কি? তোমার প্রিয়সখী ত আর সকলকে বরণ কর্‌বেন না। আর যদি তুমি রাজকুলে বিয়ে কত্যে না চাও—তবে শর্ম্মা ত রয়েছেন।

সখী। আঃ; যাও, মিছে ঠাট্টা করো না। (রোদন)।

(পরিচারিকার প্রবেশ)।

পরি। কঞ্চুকী মহাশয়, প্রণাম করি।

কঞ্চু। এস, কল্যাণ হউক্‌। (স্বগত) এ গস্তানী আবার কোথ্‌থেকে এসে উপস্থিত হলো? কি আপদ্‌! এ যে গঙ্গায় আবার যমুনা এসে পড়্‌লেন। এখন্‌ ত আর জলের অভাব থাক্‌বে না।

সখী। মাধবি, প্রিয়সখী যথার্থই এতদিনের পর আমাদের ছেড়ে চল্‌লেন। (রোদন)।

পরি। (ব্যগ্রভাবে) কেন, কেন? কি হয়েছে?

সখী। আমরা যে স্বয়ম্বরের কথা শুনেছিলাম, সে সকলই সত্য হলো। (রোদন)।

কঞ্চু। (স্বগত) আহা! প্রণয়পদ্মের মৃণালে যে কণ্টক জন্মে, সে কি সামান্য তীক্ষ্ণ? আর তার বেঁধনে যে প্রাণ কি পর্য্যন্ত ব্যথিত হয়, তা সে বেদনা যে সহ্য করেছে, সেই কেবল বল্‌তে পারে। (প্রকাশে) আরে তোরা যে কেঁদেই অস্থির

হলি ! এমন্ কথা শুনে কি কাঁদ্‌তে হয় ? রাজনন্দিনী কি চিরকাল আইবড় থাক্‌লে তোরা সুখী হবি ?

পরি। বালাই ! তাঁর শত্রু আইবড় থাকুক্, তিনি থাক্‌বেন কেন ?

কঞ্চু। তবে তোরা কাঁদিস্ কেন লা ?

পরি। তুমিও যেমন। কে কাঁদচে ? তুমি কাণা হলে নাকি ?

কঞ্চু। তবে তুই, ভাই, একবার হাস্ ত, দেখি।

পরি। হাস্‌বো না কেন ? এই দেখ। (হাস্য ও রোদন)।

কঞ্চু। বেশ ! ওলো মাধবি, লোকে বলে রৌদ্রে বৃষ্টি হলে খেঁকশেয়ালীর বিয়ে হয়, তা আমি দেখ্‌চি তোরও বিয়ে অতি নিকট।

পরি। কেন ? আমি কি খেঁকশিয়ালী ! যাও, মিছে গাল্ দিও না।

সখী। ওলো মাধবি, চল্ আমরা যাই।

পরি। চল।

[উভয়ের ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান।

কঞ্চু। (স্বগত) আমাদের পদ্মাবতীর রূপ লাবণ্য দেখ্‌লে কোন মতেই বিশ্বাস হয় না যে এর মানবকুলে জন্ম। সৌদামিনী কি কখন ভূতলে উৎপন্ন হয় ? আর এ যে কেবল সৌন্দর্য্য গুণে চক্ষের সুখকরী মাত্র, তা নয়,—এমন দয়াশীলা পরোপকারিণী কামিনী কি আর আছে ? আর তা না হবেই বা কেন ? পারিজাত পুষ্প কি কখন সৌরভহীন হতে পারে ? আহা ! এ মহার্হ রত্ন কোন্ রাজগৃহ উজ্জ্বল কর্‌বে হে ? নেপথ্যে বৈতালিক।

গীত।

পরজ কালংড়া—একতালা।

অপরূপ আজিকার রাজসভা শোভিল।
জিনি অমরাপুরী নৃপপুর হইতেছে ;
বিভবে সুরেন্দ্র লাজ পাইল ॥
মোহনমূরতি অতি রাজন রাজিছে,
রতিপতি ভাতি হেরি মোহিল।
তুলনা দিবার তরে, রজনী সে আপনি
শশীরে সাজায়ে ধনী আনিল।

কঞ্চু। (স্বগত) এই ত মহারাজ সভা হতে গাত্রোত্থান কল্যেন্। এখন যাই, আপনার কর্ম্ম দেখিগে। [প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

তৃতীয়াঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মাহেশ্বরীপুরী—রাজনিকেতনসন্নিধানে মদনোদ্যান।

(ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীল এবং বিদূষকের প্রবেশ।)

রাজা। সখে মানবক্।

বিদূ। মহারাজ—

রাজা। আরে—ও আবার কি ? আমি এক জন বণিক ; তুমি আমার মিত্র ; আমরা দুজনে এই মাহেশ্বরী পুরীর রাজকন্যা পদ্মাবতীর স্বয়ম্বরসমারোহ দেখ্‌বার জন্যেই এ রাজ্যে এসেছি—

বিদূ। আজ্ঞে—আর বল্‌তে হবে না।

রাজা। তবে তুমি এই শিলাতলে বসো, আমি ঐ দেবালয়ের নিকটে সরোবর থেকে একটু জলপান কর্য়ে আসি। আঃ এই নগর ভ্রমণ করে আমি যে কি পর্য্যন্ত ক্লান্ত হয়েছি, তার আর কি বল্‌বো।

বিদূ। তবে আপনি কেন এখানে বসুন না, আমিই আপনাকে জল এনে দিচ্চি। ব্রাহ্মণের জল খেলে ত আর বেণের জাৎ যায় না।

রাজা। (সহাস্যবদনে) সখে,- তা ত যায় না বটে, কিন্তু জল আন্‌বে কিসে করে? এখানে পাত্র কোথায়? তুমি ত আর পবনপুত্র হনুমান নও, যে ঔষধ না পেয়ে একবারে গন্ধমাদনকে উপ্‌ড়ে এনে ফেল্‌বে! তা তুমি থাক, আমি আপনিই যাই। [প্রস্থান।

বিদূ। (স্বগত) হায়! আমার কি দুরদৃষ্ট! দেখ, এই মাহেশ্বরী পুরীর রাজার মেয়ের স্বয়ম্বর হবে বল্যে, প্রায় একলক্ষ রাজা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে; আর এই নগরের চারিদিকে যে কত তাম্বু আর কানাত পড়েছে, তার সংখ্যা নাই। কত হাতী, কত ঘোড়া, কত উঠ, কত রথ, আর যে কত লোকজন এসে একত্র হয়েছে, তা কে গুণে ঠিক কত্যে পারে? আর কত শত স্থানে যে নট নটীরা নৃত্যগীত কচ্যে, তা বলা দুষ্কর। আর যেমন বর্ষাকালে জল পর্ব্বত থেকে শত স্রোতে বেরিয়ে যায়, রাজভাণ্ডার থেকে সিদে পত্র তেমনিই বেরুচ্যে। আহা! কত যে চাল, কত যে ডাল, কত যে তেল, কত যে লবণ, কত যে ঘি, কত যে সন্দেশ, কত যে দই, কত যে দুধ, ভারে ভারে আস্‌চ্যে যাচ্যে, তা দেখ্‌লে একবারে চক্ষুস্থির হয়। রাজা-বেটার কি অতুল ঐশ্বর্য্য! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তা দেখ, এ হতভাগা বামণের কপালে এর কিছুই নাই। আমা-দের মহারাজ কল্যেন্ কি, না সঙ্গে যত লোকজন এসেছিল তাদের সকলকে দূরে রেখে কেবল আমাকে লয়ে ছদ্মবেশে এ নগরে এসে ঢুকেছেন্। এতে যে ওঁরে কি লাভ হবে তা উনিই জানেন। তবে লাভের মধ্যে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমার দক্ষিণাটি দেখ্‌চি লোপাপত্তি হবে। হায়! একি সামান্য দুঃখের কথা? (চিন্ত করিয়া) মহারাজ, একটা মেয়ে মানুষকে স্বপ্নে দেখে এই প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন, যে তাকে না পেলে আর কাকেও বিয়ে কর্‌বেন না। হ্'য়! দেখ দেখি, এ কত বড় পাগলামি। আর—আমি যে রাত্রে স্বপ্নে নানা রকম উপাদেয় মিষ্টান্ন খাই তা বল্যে কি আমার ব্রাহ্মণী যখন থোড় ছেঁচ্‌কি, কি কাঁচকলা ভাতে, কি বেগুণ পোড়া, এনে দেয়, তখন কি সে সব আমি না খেয়ে পাতে ঠেলে রেখে দি? সাগর সকল জলই গ্রহণ করেন। অগ্নিদেবকে যা দাও তাই তিনি চক্ষুর নিমিষে পরিপাক করে ভস্ম কর্যে ফেলেন।

(রাজার পুনঃ প্রবেশ)।

রাজা। কি হে সখে মানবক, তুমি যে একবারে চিন্তা সাগরে মগ্ন হয়ে রয়েছো?

বিদূ। মহারাজ—

রাজা। মর্ বানর। আবার?

বিদূ। আজ্ঞা—না। তা আপনার এত বিলম্ব হলো কেন?

রাজা। সখে, আমি এক অদ্ভুত স্বয়-ম্বর দেখ্‌তে ছিলাম।

বিদূ। বলেন কি? কোথায়?

রাজা। সখে; ঐ সরোবরে কমলিনী আজ যেন স্বয়ম্বরা হয়েছে। আর তার পাণিগ্রহণ লোভে ভগবান্ সহস্ররশ্মি, মলয়মারুত, অলিরাজ, আর রাজহংস—এঁরা সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। আর কত যে কোকিলকুল মঙ্গলধ্বনি কচ্যে তা আর কি বল্‌বো? এসো সখে, আমরা ঐ সরোবরকূলে যাই?

বিদূ। ভাল—মহাশয়, আপনি যে আমাকে নিমন্ত্রণ কচ্যেন্, তা বলুন্ দেখি, আমার দক্ষিণা কে দেবে?

রাজা। কেন? কমলিনী আপনিই দেবে। তার সুরভি মধু দিয়ে সে যে তোমার চিত্তবিনোদ করবে, তার কোন সন্দেহ নাই।

বিদূ। হা! হা! হা! (উচ্চহাস্য) মহাশয়, আমি ব্রাহ্মণ, আমার কাছে কি ওসব ভাল লাগে? হয় টাকাকড়ি—নয় খাদ্যদ্রব্য—এই দুটার এক্‌টা না এক্‌টা হল্যে কি আমি উঠি।

রাজা। চল হে, চল, না হয় আমিই দেব।

বিদূ। হাঁ—এ শোনবার কথা বটে। তবে চলুন্।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সখী এবং পরিচারিকার প্রবেশ।)

সখী। মাধবি, আমি ত আর চল্‌তে পারি না। উঃ, আমার জন্মেও আমি কখন এত হাঁটি নাই। আমার সর্ব্বাঙ্গে যে কত বেদনা হয়েছে, তার আর বল্‌বো কি? বোধ করি আমাকে এখন চারি পাঁচ দিন বুঝি কেবল বিছানাতেই পড়ে থাক্‌তে হবে।

পরি। ও মা! সে কি? রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বরের আর দুটিদিন বই ত নাই! তা তুমি পড়ে থাক্‌লে কি আর কর্ম্ম চল্‌বে?

সখী। না চল্‌লে আমি কি কর্‌বো? আমার ত আর পাষাণের শরীর নয়।

পরি। সে কিছু মিছে কথা নয়।

সখী। (পট অবলোকন করিয়া দেখ, আমি প্রিয়সখীকে না হবে ত প্রায় সহস্রবার বলেচি যে এ প্রতিমূর্ত্তি কখনই মনুষ্যের নয়, কিন্তু আমার কথায় তিনি কোন মতেই বিশ্বাস করেন না।

পরি। কি আশ্চর্য্য! এই যে আমরা আজ সমস্ত দিন বেড়িয়ে বেড়িয়ে প্রায় একলক্ষ রাজা দেখে এলেম, এদের মধ্যে এমন একটি পুরুষ নাই, যে তাঁকে এঁর সঙ্গে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তুলনা করা যায়। হায়, এ মহাপুরুষ কোথায়?

সখী। সুমেরুপর্ব্বত যে কোথায় তা কে বল্‌তে পারে? কনকলঙ্কা কি লোকে আর এখন দেখ্‌তে পায়?

পরি। তা সত্যবটে। তবে এখন কি কর্‌বে?

সখী। আর কি করবো। আয়, এই উদ্যানে একটুখানি বিশ্রাম করে প্রিয়সখীর কাছে এ সকল কথা বলিগে। (শিলাতলে উপবেশন)।

পরি। আহা! রাজনন্দিনীকে এ কথা কেমন করে বল্‌বে? একথা শুনলে তিনি যে কত দুঃখিত হবেন, তা মনে পড়লে আমার চখে জল আসে।

সখী। তা এ মায়ার হেমমৃগ ধরা তোর আমার কর্ম্ম নয়। এ যে একবার দেখা দিয়ে কোন গহন কাননে গিয়ে পালিয়ে রইলো, তা কে বল্‌তে পারে? জগদীশ্বর এই করুন, যেন প্রিয়সখী এর প্রতি লোভ কর্যে অবশেষে সীতাদেবীর মতন কোন ক্লেশে না পড়েন। এ যে দেবমায়া তার কোন সন্দেহ নাই। (পরিচারিকার প্রতি) তুই যে বসছিস্ না? তোর কি এত হেঁটেও কিছু পরিশ্রম হয় নাই?

পরি। হয়েছে বই কি! কিন্তু রাজনন্দিনীর দুঃখের কথা ভাবলে আর কোন দুঃখই মনে পড়ে না। যে গায়ে সাপের বিষ প্রবেশ করেছে, সে কি আর বিছের কামড়ে জ্বলে। (সখীর নিকটে ভূতলে উপবেশন) এখন এ স্বয়ম্বরটা হয়ে গেলেই বাঁচি।

সখী। তুই দেখিস, এ স্বয়ম্বরে কোন

না কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠবে।

পরি। বালাই। এমন অমঙ্গল কথা কি মুখে আন্‌তে আছে?

সখী। তুই প্রিয়সখীর প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলি না কি? তোর কি মনে নাই যে যদি এ লক্ষ রাজার মধ্যে তিনি যে মহাপুরুষকে স্বপ্নে দেখেছেন, সেই তাঁর প্রাণেশ্বরকে না পান্‌, তবে তিনি আর কাকেও বরণ কর্‌বেন না?

নেপথ্যে। (উচ্চহাস্য)।

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সচকিতে) ও আবার কি?

পরি। কেন, কি হলো? (উভয়ের গাত্রোত্থান)।

পরি। (সত্রাসে) ওমা! চল আমরা এখান থেকে পালাই। এ মহাস্বয়ম্বরে যে কত দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষঃ, এসে উপস্থিত হয়েছে, তা কে বল্‌তে পারে? এ নির্জ্জন বনে——

সখী। চুপ কর্‌লো! চুপ কর্‌। আর ঐ দেখ্‌——

পরি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ঐ না পুষ্করণীর ধারে দুই জন পুরুষমানুষ বসে রয়েছে? আহা! ওদের মধ্যে এক জনের কি অপরূপ রূপলাবণ্য!

সখী। (পট অবলোকন করিয়া) মাধবি, এত ক্ষণের পর বোধ করি, আমাদের পরিশ্রম সফল হলো। ঐ সুন্দর পুরুষটির দিকে একবার্‌ বেশ করে চেয়ে দেখ্‌ দেখি।

পরি। তাই ত! কি আশ্চর্য্য! এ কি গগনের চাঁদ ভূতলে এসে উপস্থিত হলেন্‌?

সখী। (সপুলকে) এত গগনের চন্দ্র নয়, এ যে আমার প্রিয়সখীর হৃদয়াকাশের পূর্ণচন্দ্র।

পরি। (পট অবলোকন করিয়া) তাই ত? এ কি আশ্চর্য্য! তা ওঁকে যে রাজবেশে দেখ্‌চি না।

সখী। তাতে বয়ে গেল কি? (চিন্তা করিয়া) মাধবি, তুই এক কর্ম্ম কর্‌। তুই অন্তঃপুরে দৌড়ে গিয়ে, প্রিয়সখীকে একবার এখানে ডেকে আন্‌গে যদিও ঐ মহাপুরুষ মনুষ্য না হন্‌, তবু প্রিয়সখী ওঁকে একবার চক্ষে দর্শন করে্য জন্ম সফল করুন।

পরি। রাজনন্দিনী কি এখন অন্তঃপুর হতে একলা আস্‌তে পার্‌বেন?

সখী। তুই একবার যেয়ে দেখেই আয় না কেন। যদি আস্‌তে পারেন ভালই ত, আর না পারেন আমরা ত দোষ হতে মুক্ত হল্যেম।

পরি। বলেছ ভাল—এই আমি চল্‌ল্যেম।

[প্রস্থান।

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া (স্বগত) ইনি কি মনুষ্য না কোন দেবতা, মায়াবলে মানবদেহ ধারণ করে এই স্বয়ম্বর দেখ্‌তে এসেছেন? হায়, একথা আমি কাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো? এখন প্রিয়সখী এলে বাঁচি। আহা! বিধাতা কি এমন সুন্দর বর প্রিয়সখীর কপালে লিখেছেন?

(পদ্মাবতীর সহিত পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ।)

পদ্মা। সখি, তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন? কি সংবাদ, বল দেখি শুনি?

সখী। সকলই সুসংবাদ। তা এসো এই শিলাতলে বসো।

পদ্মা। সখি, আমার প্রাণনাথ কি তোমাকে দর্শন দিয়েছেন? (উপবেশন)।

সখী। (পদ্মাবতীর নিকটে উপবেশন করিয়া) হ্যাঁ—দিয়েছেন।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে সখীর হস্তধারণ করিয়া) সখি, তুমি তাঁকে কোথায় দেখেছ?

সখী। (সহাস্যবদনে) প্রিয়সখি, তুমি স্থির হয়ে ঐ অশোকবনের দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি।

পদ্মা। কেন? তাতে কি ফললাভ হবে?

সখী। বলি দেখই না কেন?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ঐ ত ভগবান্ অশোকবৃক্ষ বসন্তের আগমনে যেন আপনার শতহস্তে পুষ্পাঞ্জলি ধারণ করে, ঋতুরাজের পূজা করবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

সখী। ভাল, বল দেখি, ঋতুরাজ বসন্ত কোথায়?

পদ্মা। সখি, একি পরিহাসের সময়!

সখী। পরিহাস কেন? ঐ বেদিকার দিকে একবার চেয়ে দেখ দেখি?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) সখি, আমি কি আবার নিদ্রায় আবৃত হয়ে স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগলেম্? (আত্মগত) হে হৃদয়, এত দিনের পর কি তোমার নিশাবসান কত্যে তোমার দিনকর উদয়াচলে দর্শন দিলেন। (প্রকাশ্যে) সখি! তুমি আমাকে ধর——(অচেতন হইয়া সখীর ক্রোড়ে পতন)।

সখী। হায়! এ কি হলো? প্রিয়সখী যে সহসা অচেতন হয়ে পড়লেন। (পরিচারিকার প্রতি) মাধবি, তুই শীঘ্র গিয়ে একটু জল আন ত।

পরি। এই যাই। [বেগে প্রস্থান।

সখী। (স্বগত) হায়! আমি প্রিয়সখীকে এ সময়ে এ উদ্যানে ডাকিয়ে এনে এ কি কল্যেম্?

(বেগে রাজার পুনঃপ্রবেশ)।

রাজা। এ কি? সুন্দরি! এ স্ত্রীলোকটির কি হয়েছে?

সখী। মহাশয়, এঁর মূর্চ্ছা হয়েছে।

রাজা। কেন?

সখী। তা আমি এখন আপনাকে বল্‌তে পারি না।

রাজা। (স্বগত) লোকে বলে যে পূর্ণশশী উদয় হল্যে সাগর উথলিত হন, তা আমারও কি সেই দশা ঘট্‌লো! (পুনরবলোকন করিয়া) একি? এই যে আমার মনোমোহিনী যাঁকে আমি স্বপ্নযোগে কয়েকবার দর্শন করেছিলেম্। তা দেবতারা কি এত দিনের পর আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে আমার হৃদয়নিধি মিলিয়ে দিলেন।

পদ্মা। (চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)।

রাজা। (সখীর প্রতি) শুভে, যেমন নিশাবসানে সরসীতে নলিনী উন্মীলিতা হয়, দেখ তোমার সখীও মোহান্তে আপন কমলাক্ষি উন্মীলন কল্যেন। আহা! ভগবতী জাহ্নবী দেবী, ভগ্নতটপতনে কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে কলুষা হয়ে, এইরূপেই আপন নির্ম্মল শ্রী পুনর্দ্ধারণ করেন।

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া মৃদুস্বরে সখীর প্রতি) সখি, চল, আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই। এ উদ্যানে আমাদের আর থাকা উচিত হয় না।

রাজা। (স্বগত) আহা! এও সেই মধুর স্বর। আমার বিবেচনায় তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির কর্ণে জলস্রোতের কলকল ধ্বনিও এমন মিষ্ট বোধ হয় না। (প্রকাশে সখীর

প্রতি) সুন্দরি, তোমার প্রিয়সখী কি আমার এখানে আসাতে বিরক্ত হলোন্।

সখী। কেন? বিরক্ত হবেন কেন?

রাজা। তবে যে উনি এখান থেকে এত ত্বরায় যেতে চান্।

সখী! আপনি এমন কথা কখনই মনে কর্‌বেন না। তবে কি না আমরা এখন সকলেই ব্যস্ত।

রাজা। শুভে, তবে তুমি তোমার এ পরমসুন্দরী সখীর পরিচয় দিয়া আমাকে চরিতার্থ করে যাও।

সখী। মহাশয়, ইনি রাজনন্দিনী পদ্মাবতীর একজন সখীমাত্র।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! আমরা জানি যে বিধাতা কমলিনীকেই পুষ্পকুলের ঈশ্বরী করে সৃষ্টি করেছেন। তা তার অপেক্ষা কি আরও সুচারু পুষ্প পৃথিবীতে আছে?

পদ্মা। (স্বগত) আহা! প্রাণনাথ কি মিষ্টভাষী! তা ভগবান্ গন্ধমাদন কি কখন সৌরভহীন হতে পারেন?

সখী। মহাশয়! আপনি যদি এ দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করেন, তবে আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি?

রাজা। তাতে দোষ কি? যদি আমি কোন প্রকারে তোমাদের মনোরঞ্জন কত্তে পারি, তবে তা অপেক্ষা আমার আর সৌভাগ্য কি?

সখী। মহাশয়, কোন রাজধানী এখন আপনার বিরহে কাতরা হয়েছে, এ কথা আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের বলুন?

পদ্মা। (স্বগত) এতক্ষণের পর বসুমতী আমার মনের কথাটিই জিজ্ঞাসা করেছে?

রাজা। (সহাস্য বদনে) সুন্দরি, আমার বিদর্ভনাম্নী মহানগরীতে জন্ম। সে নগরের রাজা ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আমি তোমাদের রাজনন্দিনীর স্বয়ম্বরমহোৎসব দেখ্‌বার নিমিত্তেই এ দেশে এসেছি।

পদ্মা। (স্বগত) এ কি অসম্ভব কথা! এর কি তবে রাজকুলে জন্ম নয়?

(জল লইয়া পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ)।

সখী। তোমার এত বিলম্ব হলো কেন?

পরি। আমাকে ঘটীর জন্যে অন্তঃপুর পর্য্যন্ত দৌড়ে যেতে হয়েছিল।

সখী। তা সত্য বটে। তা এ কথা ত অন্তঃপুরে কেউ টের পায় নাই?

পরি। না, এ কথা কেউ টের পায় নাই, কিন্তু ওরা সকলে মদনের পূজা কত্তে আস্‌চে।

সখী। তবে চল, আমরা যাই।

রাজা। (সখীর প্রতি) সুন্দরি, আমি কি তবে তোমাদের চন্দ্রাননের আর এ জন্মে দর্শন পাব না?

পদ্মা। (সখীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্রীড়া সহকারে) প্রিয়সখি, তুমি এ মহাশয়কে বল যে যদি আমাদের ভাগ্যে থাকে, তবে আমরা এই উদ্যানেই পুনরায় ওঁর দর্শন পাব।

নেপথ্যে। কে লো কে? রাজনন্দিনী আর বসুমতী কোথায়?

সখী। চল, আমরা যাই।

পদ্মা। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া) উহু! এ কি——

সখী। কেন? কেন? কি হলো?

পদ্মা। সখি, দেখ, এই নূতন তৃণাঙ্কুর আমার পায়ে বাজ্‌তে লাগলো। উহু, আমি ত আর চল্‌তে পারি না, তোমর একজন আমাকে ধর। (রাজার প্রতি লজ্জা এবং অনুরাগ সহকারে দৃষ্টিপাত)।

সখী। এসো।

[পদ্মাবতীকে ধারণ করিয়া সখী এবং পরিচারিকার প্রস্থান।

রাজা। (স্বগত) হে সৌদামিনি, তুমি কি আমার এ মেঘাবৃত হৃদয়াকাশকে আরও তিমিরময় করবার জন্যে আমাকে কেবল এক মুহূর্ত্তের দর্শন দিলে? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! তা এ ঘোর অন্ধকার তোমার পুনর্দ্দর্শন ব্যতীত কি আর কিছুতে কখন বিনষ্ট হবে?

নেপথ্যে। (বহুবিধ যন্ত্রধ্বনি।)

রাজা। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) এই যে রাজকুলবালারা গাবনাদ্য কত্যে কত্যে ভগবান্ কন্দর্পের মন্দিরের দিকে যাচ্যে।

নেপথ্যে। নাচ্ লো, নাচ্; এই দেখ আমি ফুল ছড়াচ্যি।

নেপথ্যে। গীত।

(রাগিণী খাম্বাজ, তাল যৎ।)

চল সকলে আরাধিব কুসুমবাণে।
সঘনে করতালি দেহ মিলিয়ে,
যতনে পূজিব হরিষ মনে॥
বাছিয়া তুলিয়াছি নানা কুসুম,
অঞ্জলি পূরিয়া দিব চরণে।
সখীর পরিণয়ে শুভ সাধিতে,
তুষিব দেবেরে মঙ্গলগানে॥

রাজা। (স্বগত) আহা, কি মধুরধ্বনি! তা আমার আর এস্থলে বিলম্ব করা উচিত হয় না। আমি এ নগরে ছদ্মবেশে প্রবেশ করো উত্তমই করেছি। আহা! এই পরমসুন্দরী বামাটি যদি রাজদুহিতা পদ্মাবতী হতো, তবে আর আমার সুখের সীমা থাকতো না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মাহেশ্বরীপুরী—দেবালয় উদ্যান।

(পুরোহিত এবং কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

পুরো। আহা, কি আক্ষেপের বিষয়? মহাশয়, যেমন ভগবতী ভাগীরথীকে দর্শন করো জগজ্জনগণ হিমাচলকে ধন্যবাদ করে, রাজদুহিতা পদ্মাবতীকে দেখে সকলেই আমাদের নরপতিকে তদ্রূপ পরম ভাগ্যবান্ বল্যে গণ্য কর্তো। হায়, কোন দুর্দ্দৈববিপাকে এ নির্ম্মলসলিলা গঙ্গা যেন অকস্মাৎ রোধঃপতনে পঙ্কিলা হয়ে উঠ্লেন?

কঞ্চু। দুর্দ্দৈববিপাকই বটে। মহাশয় দেখুন, এ বিপুল ভারতভূমিতে প্রতিযুগে কতশত রাজগৃহে এই স্বয়ম্বর কার্য্য মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হয়েছে; কিন্তু কুত্রাপি ত এরূপ ব্যাঘাত কস্মিনকালেও ঘটে নাই?

পুরো। হায়! এতটা অর্থ কি তবে বৃথাই ব্যয় হলো?

কঞ্চু। মহাশয়, তন্নিমিত্তে আপনি চিন্তিত হবেন না। দেখুন, যে অতল সাগরকে শত-সহস্র নদ ও নদী বারিস্বরূপ কর অনবরত প্রদান করে, তার অম্বুরাশির কি কোন মতে হ্রাস হতে পারে? তবে কি না একটা কলঙ্ক চিরস্থায়ী হয়ে রৈল।

পুরো। ভাল, কঞ্চুকী মহাশয়, রাজকন্যার স্বয়ম্বর-সমাজে উপস্থিত না হবার মূল কারণটা কি তা আপনি বিশেষরূপে কিছু অবগত আছেন?

কঞ্চু। আজ্ঞা না, তবে আমি এইমাত্র জানি, যে স্বয়ম্বর সভায় যাত্রাকালে, রাজবালা, মুহুর্ম্মুহু মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়ে, এতাদৃশী দুর্ব্বলা হয়ে পড়েছিলেন, যে রাজবৈদ্য

তাঁকে গৃহের বহির্গত হত্যে নিষেধ করেন, সুতরাং, স্বয়ম্বরা কন্যার অনুপস্থিতিতে শুভলগ্ন ভ্রষ্ট হওয়ায়, রাজদল অকৃতকার্য্য হয়ে স্ব স্ব দেশে প্রস্থান কল্যেন।

পুরো। আহা, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন কত্যে পারে? তা চলুন, আমরা এক্ষণে দেবদর্শন করিগে।

কঞ্চু। আজ্ঞা চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সখী এবং পরিচারিকার প্রবেশ।)

সখী। কেমন্—আমি বলেছিলাম কি না, যে এ স্বয়ম্বরে কোন না কোন একটা ব্যাঘাত অবশ্যই ঘটে উঠ্‌বে?

পরি। তাই ত? কি আশ্চর্য্য! তা রাজনন্দিনী যে একেবারে এমন্ হয়ে পড়্‌বেন, তা কে জান্‌তো?

সখী। আহা, প্রিয়সখীর দুঃখের কথা মনে হলে প্রাণ যে কেমন করে তা আর কি বল্‌বো! (রোদন।)

পরি। ভাল, রাজনন্দিনী যে একেবারে এমন্ হয়ে পড়্‌লেন, এর কারণ কি?

সখী। আর কারণ কি? প্রিয়সখী যারে স্বপ্নে দেখে ভাল বাসেন, তিনি ত আর রাজা নন যে তাঁকে প্রিয়সখী পাবেন!

পরি। তা সত্য বটে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ওকে ও? ঐ না সেই বিদর্ভদেশের লোকটা এই দিকে আস্‌চেন? উনি যে রাজনন্দিনীকে ভাল বাসেন, তার সন্দেহ নাই; তা এমন ভাল বাসায় ওঁর কি লাভ হবে? বামন হয়ে কি কেউ কখন চাঁদকে ধর্‌তে পারে? চল আমরা ঐ মন্দিরের আড়ালে দাঁড়ায়ে দেখি উনি এখানে এসে কি কর্‌বেন।

সখী। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ছদ্মবেশে রাজা ইন্দ্রনীলের প্রবেশ।)

রাজা। (স্বগত) আমার ত এ রাজধানীতে আর বিলম্ব করা কোনমতেই যুক্তিসিদ্ধ নয়। যত রাজগণ এ বৃথা স্বয়ম্বরে এসেছিল, তারা সকলেই আপন আপন রাজ্যে প্রস্থান করেছে। কিন্তু আমি এ পরমসুন্দরী কন্যাটীকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করে যাই? (দীর্ঘনিশ্বাস) *হে প্রভো অনঙ্গ, যেমন সুরেন্দ্র* আপন বজ্রদ্বারা পর্ব্বতরাজের পক্ষচ্ছেদ করে্য তাকে অচল করেছেন, তুমিও কি তোমার *পুষ্পশরাঘাতে আমাকে তদ্রূপ গতিহীন* কত্যে চাও? (চিন্তা করিয়া) এ স্ত্রীলোকটিকে কোনমতেই আমার রাজমহিষীপদে অভিষিক্তা করা যেতে পারে না। সিংহ সিংহীর সহিতই সহবাস করে। এ রাজবালা পদ্মাবতীর একজন সহচরী মাত্র, তা এর সহিত আমার কি সম্পর্ক? (দীর্ঘ নিশ্বাস) হে রতিদেবি, তুমি যে অমূল্যরত্ন আমাকে দান কত্যে চাও, সে রত্ন শচী এবং যক্ষেশ্বরীর ক্রোধে আমার পক্ষে অস্পর্শীয় অগ্নিশিখা হলো! হায়, এ পবিত্রা প্রবাহিনী কি তাঁদের অভিশাপে আমার পক্ষে কর্ম্মনাশানদী হয়ে উঠলো? তা আর বৃথা আক্ষেপ কল্যে কি হবে? (সচকিতে নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এ কি?

নেপথ্যে। তুই বেটা কি সামান্য চোর। তুই যে দ্বিতীয় হনুমান।

ঐ। কেন? হনুমান্ কেন?

ঐ। কেন তা আবার জিজ্ঞাসা করিস? দেখ্ দেখি—যেমন হনুমান্ রাবণের মধুবন ভেঙ্গে লণ্ডভণ্ড করেছিল, তুইও আজ আমাদের মহারাজের অমৃতফলবনে সেইরূপ উৎপাত করেছিস। তা তোর মাথাটা কেটে ফেলাই উচিত।

ঐ। ঈস।

ঐ। বটে? দেও ত হে বেটাকে ঘা দুই তিন লাগিয়ে দেও ত।

নেপথ্যে। দোহাই মহারাজের——

(বেগে কতিপয় রক্ষক সহিত বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। মহারাজ, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

রাজা। কেন, কি হয়েছে?

বিদূ। মহারাজ, এ বেটারা সাক্ষাৎ যমদূত।

প্রথম। ধর ত হে, বেটাকে ধরে, বাঁধ।

বিদূ। (রাজার পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান হইয়া) ঈস্। তোর কি যোগ্যতা যে তুই আমাকে বাঁধ্‌বি? ওরে দুষ্ট রক্ষক, তুই যদি কনকলঙ্কায় ঢুক্‌তে চাস্, তবে আগে সমুদ্র পার হ্। এই মহাত্মা বিদর্ভ-দেশের অধিপতি রাজা ইন্দ্রনীল রায়।

রাজা। আরে কর কি।

বিদূ। মহারাজ, আপনি যে কে, তা না টের পেলে কি এ পাষণ্ড বেটারা আমাকে অম্‌নি ছাড়্‌বে? বাপ!

প্রথম। মহাশয়——

বিদূ। মর্ বেটা নরাধম, তুই কাকে মহাশয় বলিস্ রে?

রাজা। (বিদূষকের প্রতি) চুপ কর হে—চুপ কর। (রক্ষকের প্রতি) রক্ষক, তুমি কি বল্‌ছিলে?

প্রথম। মহাশয়—দেখুন। এ ঠাকুরটী আমাদের মহারাজের অমৃতফলবনে যত পাকা ফল ছিল প্রায় তা সব পেড়ে খেয়েছেন।

বিদূ। খাবনা কেন? আমি খাবনা ত আর কে খাবে? তুই বেটা আমাকে হনূমান্ বল্যে গাল দিচ্ছিলি। আচ্ছা, আমি যদি এখন হনূমানের মতন তোদের পুরী পুড়িয়ে ভস্ম কর্যে যাই, তবে তুই আমার কি কত্যে পারিস্?

রাজা। (জনান্তিকে বিদূষকের প্রতি) ও কি কত্যে পারে? কিন্তু অবশেষে তুমি আপনার মুখ পোড়াবে। আর কি?

(কঞ্চুকী এবং পুরোহিতের পুনঃপ্রবেশ।)

প্রথম। (কঞ্চুকী এবং পুরোহিতের সহিত একান্তে কথোপকথন)।

কঞ্চু। বল কি? (অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হউক।

পুরো। মহারাজ চিরজীবী হউন।

কঞ্চু। রক্ষক, তুমি এ সংবাদ মহারাজের নিকট অতি ত্বরায় লয়ে যাও।

প্রথম। যে আজ্ঞা। তবে এই আমি চল্‌লেম।

পুরো। মহারাজ, আপনার শুভাগমনে এ রাজধানী অদ্য কৃতার্থ হলো।

কঞ্চু। হে নরেশ্বর, আপনার আর এ স্থলে অবস্থিতি করা উচিত হয় না। অনুগ্রহ কর্যে রাজনিকেতনের দিকে পদার্পণ করুন।

রাজা। (স্বগত) এত দিনের পর আজ সকলই বৃথা হলো। (প্রকাশে) চলুন। [সকলের প্রস্থান।

(সখী এবং পরিচারিকার পুনঃপ্রবেশ।)

সখী। হ্যাঁলো মাধবি, এ আবার কি? আমরা কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, না এ বাজীকরের বাজী?

পরি। ও মা, তাই ত! ঐ কি রাজা ইন্দ্রনীল, যাঁর কথা সকলেই কয়?

নেপথ্যে। (মঙ্গল বাদ্য ও জয়ধ্বনি)।

সখী। কি আশ্চর্য্য! চল্, আমরা এ সব কথা প্রিয়সখীকে বলিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয়াঙ্ক।

চতুর্থাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বিদর্ভনগর—তোরণ।

(সারথিবেশে কলির প্রবেশ)

কলি। (স্বগত) আমি কলি ? এ বিপুল
বিশ্বে কে না কাঁপে শুনিয়া আমার নাম ?
সতত কুপথে গতি মোর।
নলিনীরে সৃজেন বিধাতা—
জলতলে বসি আমি মৃণাল তাহার
হাসিয়া কণ্টকময় করি নিজবলে।
শশাঙ্ক যে কলঙ্কী—সে আমার ইচ্ছায় !
ময়ূরের চন্দ্রক-কলাপ দেখি, রাগে
কদাকারে পা-দুখানি গড়ি তার আমি !
(পরিক্রমণ।)
জন্ম মম দেবকুলে ;—অমৃতের সহ
গরল জন্মিয়াছিল সাগর-মথনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি সমান মোর কাছে।
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে
হিত মোর ; পরদুঃখে সদা আমি সুখী।
(চিন্তা করিয়া) এ বিদর্ভপুরে,—
নৃপতি রাজেন্দ্র ইন্দ্রনীল ; তার প্রতি
অতি প্রতিকূল এবে ইন্দ্রাণী সুন্দরী,
আর মুরজারূপসী, কুবের-রমণী ;—
এ দোঁহার অনুরোধে, মায়া-জালে আমি
বেড়িয়াছি নৃপবরে, নিষাদ যেমতি
ঘেরে সিংহে ঘোরবনে বধিতে তাহারে।
মাহেশ্বরী পুরীর ঈশ্বর যজ্ঞসেন—
পদ্মাবতী নামে তার সুন্দরী নন্দিনী ;
ছদ্মবেশে বরি তারে রাজা ইন্দ্রনীল
আনিয়াছে নিজালয়ে ; এ সংবাদ আমি
ভাট-বেশে রটিয়া দিয়াছি দেশে দেশে।
পৃথিবীর রাজকুল মহারোষে আসি
থানা দিয়া বসিয়াছে এ নগরদ্বারে—
নেপথ্যে। (ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খনাদ।)
কলি। (স্বগত) ঐ শুন—
বীর দর্পে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে
ইন্দ্রনীল। (চিন্তা করিয়া)
এই অবসরে যদি আমি রাণী পদ্মাবতীরে
লইতে পারি হরি—
তা হলে কামনা মোর হবে ফলবতী।
প্রেয়সী-বিরহ-শোকে ইন্দ্রনীল রায়
হারাইবে প্রাণ, ফণী মণি হারাইলে
মরে বিষাদে। এ হেতু সারথির বেশে
আসিয়াছি হেথা আমি। (পরিক্রমণ)
কি আশ্চর্য্য ! অহো—
এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহা তেজস্বিনী !
এঁর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে
অক্ষম কি হইনু হে ? (সহাস্যবদনে)
কেনই না হব ? অমৃত যে দেহে থাকে,
শমন কি কভু পারে তারে পরশিতে ?
দেখি, ভাগ্যক্রমে পাই যদি রাণীরে
এ তোরণসমীপে।
(চতুর্দিক্ অবলোকন করিয়া সপুলকে)
একি ?
ওই না সে পদ্মাবতী ? আয় লো কামিনী—
এইরূপে কুরঙ্গিনী নিঃশঙ্কে অভাগা
পড়ে কিরাতের পথে ; এইরূপে সদা
বিহঙ্গী উড়িয়া সবে নিষাদের ফাঁদে !
(চিন্তা করিয়া)
কিঞ্চিৎ কালের জন্যে অদৃশ্য হইয়া
দেখি কি করা উচিত। (অন্তর্ধান)।

(অবগুণ্ঠিকাবৃতা পদ্মাবতী এবং সখীর প্রবেশ।)

সখী। প্রিয়সখি, এ সময়ে প্রাচীরের বাইরে যাওয়া কোন মতেই উচিত হয় না। তা এসো আমরা এখানেই দাঁড়াই। আর এ দিয়েও কই কেউ ত বড় যাওয়া

আসা কচ্চে না? এ এক প্রকার নির্জ্জন স্থান।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, আমার মতন্ হতভাগিনী কি আর দুটি আছে? দেখ, প্রাণেশ্বর আমার জন্যেই কি ক্লেশই না পেলেন্! আর এই যে একটা ভয়ঙ্কর সমর আরম্ভ হয়েছে, যদি ভগবতী পার্ব্বতীর চরণপ্রসাদে এ হতে আমরা নিস্তার পাই, তবুও যে কত পতিহীনা স্ত্রী, কত পুত্র-হীনা জননী, কত যে লোক আমার নাম শুনলেই শোকানলে দগ্ধ হয়ে আমাকে যে কত অভি-সম্পাত দেবে, তা কে বল্‌তে পারে? হে বিধাতঃ, তুমি আমার অদৃষ্টে যে সুখভোগ লেখো নাই, আমি তার নিমিত্তে তোমাকে তিরস্কার করি না, কিন্তু তুমি আমাকে পরের সুখনাশিনী কল্যে কেন? (রোদন)।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি এমন কথা মনেও করো না। তোমার জন্যেই যে রাজারা কেবল যুদ্ধ করে মর্চ্চে তা নয়। এ পৃথিবীতে এমন কর্ম্ম অনেক স্থানে হয়ে গেছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে কি হয়েছিল তা কি তুমি শোননি?

পদ্মা। সখি, তুমি পাঞ্চালীর কথা কেন কও? শশীর কলঙ্কে তাঁর শ্রীর হ্রাস না হয়ে বরঞ্চ বৃদ্ধি হয়।—

নেপথ্যে। (ধনুষ্টঙ্কার ও হুঙ্কারধ্বনি এবং রণবাদ্য)।

পদ্মা। (সত্রাসে) উঃ, কি ভয়ঙ্কর শব্দ? সখি, তুমি আমাকে ধর। এই দেখ বীরদলের পায়ের ভরে বসুমতী যেন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছেন।

সখী। (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি সর্ব্বনাশ। প্রিয়সখি, দেখ আকাশ থেকে যেন অগ্নিবৃষ্টি হচ্চো। এমন অদ্ভুত শরজাল ত আমি কখনও দেখি নাই।

পদ্মা। কি সর্ব্বনাশ! সখি, আমার কি হবে (রোদন)।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি কেঁদো না। আর ভয় নাই, ঐ দেখ, যখন রাজসারথি এই দিকে আস্‌চে তখন বোধ হয় মহারাজ অবশ্যই শত্রুদলকে পরাভব করে থাক্‌বেন।

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি সর্ব্বনাশ। সারথি যে একলা আস্‌চে?

(সারথিবেশে কলির পুনঃ প্রবেশ।)

সারথি, তুমি যে রাজপথ ত্যাগ করে আস্‌চো?

কলি। মহিষি, আপনি এত উতলা হবেন্ না। মহারাজ এ দাসকে আপনার নিকটেই পাঠিয়েছেন।

পদ্মা। কেন? কি সংবাদ, তা তুমি আমাকে শীঘ্র করে বল।

কলি। আজ্ঞা—সকলই সুসংবাদ, মহারাজ অন্য এক রথে আরোহণ করে আমাকে এই বল্যে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যে আপনি কিঞ্চিৎ কালের জন্যে রাজপুরী ছেড়ে ঐ পর্ব্বতের দুর্গে গিয়ে থাকুন। আর এ দাসও নরবরের আজ্ঞায় এই রথ এনেছে। তা দেবীর কি আজ্ঞা হয়?

সখী। প্রিয়সখি, তুমি যে চুপ করে রৈলে?

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, সখি, আমি এ নগর ছেড়ে কেমন করে যাই?——

নেপথ্যে। (ধনুষ্টঙ্কার হুঙ্কারধ্বনি ও রণবাদ্য।)

সখী। উঃ! কি ভয়ঙ্কর শব্দ! সারথি, কৈ, রথ কোথায়? তুমি আমাদের শীঘ্র নিয়ে চল।

কলি। (স্বগত) এ হতভাগিনীরও মরণেচ্ছা হলো না কি? তা যে শিশিরবিন্দু পুষ্পদলে আশ্রয় লয়, সে কি সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ হত্যে কখনও রক্ষা পেতে পারে? (প্রকাশে) দেবি, তবে আসুন্।

পদ্মা। (স্বগত) হে আকাশমণ্ডল, তোমাকে লোকে শব্দবাহ বলে। তা তুমি এ দাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর্যে, আমার এই কথাগুলিন্ আমার জীবিতনাথের কর্ণকুহরে সাবধানে লয়ে যাও। হে রাজন্, তোমার পদ্মাবতী তোমার আজ্ঞা পালন কল্যে; কিন্তু তার প্রাণটি এ রণক্ষেত্রে তোমার নিকটেই রৈল। দেখ, চাতকিনী বজ্র বিদ্যুৎ আর প্রবল বায়ুকেও ভয় না কর্য্যে, জলধরের প্রসাদ প্রত্যাশায় কেবল তার সঙ্গেই উড়তে থাকে।

সখী। প্রিয়সখি! চল, আমরা যাই।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) তবে চল।

কলি। (স্বগত) গরুড় ভুজঙ্গিনীকে ধরে উড়লেন।

[সকলের প্রস্থান।

(রক্তাক্তবস্ত্র পরিধানে ও রক্তার্দ্র অসি হস্তে বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদূ। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া স্বগত) রাম বল, বাঁচলেম্। বেশ পালিয়েছি। আরে, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমার কি এ সকল ভাল লাগে? তবে করি কি? দুষ্ট ক্ষত্রদলের সঙ্গে কেবল এ পোড়া পেটের জ্বালায় সহবাস কত্যে হয়। তা একটু আদটু সাহস না দেখালে বেটারা নিতান্ত হেয় জ্ঞান করবে বলে, আমি এই খাঁড়াখানা নিয়ে বেরিয়েছি—যেন যুদ্ধ কত্যেই গিয়েছিলেম্। আর এই যে রক্ত দেখছে, এ ত রক্ত নয়। এ—আল্‌তা-গোলা! (উচ্চহাস্য)। এই যুদ্ধের কথা শুনে ব্রাহ্মণীর সিঁদুরচুপড়ি থেকে খানকতক আল্‌তা চুরি করে টেঁকে গুঁজে রেখেছিলেম। আর কেন যে রেখেছিলেম্ তা সামান্য লোকের বুঝে উঠা দুষ্কর। ওহে, যেমন সিংহের অস্ত্র দাঁত, ষাঁড়ের অস্ত্র শিঙ্, হাতীর অস্ত্র শুঁড়, পাখীর অস্ত্র ঠোঁট আর নখ্, ক্ষত্রকুলের অস্ত্র ধনুর্ব্বাণ, তেমনি ব্রাহ্মণের অস্ত্র—বিদ্যা আর বুদ্ধি। তা বিদ্যা বিষয়ে ত আমার ক অক্ষর গোমংস; তবে কিনা একটু বুদ্ধি আছে। আর তা না থাকলে কি এত করে উঠ্‌তে পাত্যেম্? বল দেখি, আমার কাপড় আর এই খাঁড়া দেখে, কে না ভাব্‌বে যে আমি শত শত হাতী আর ঘোড়া আর যোদ্ধাদেরকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে এসেছি (উচ্চহাস্য)। তা দেখি আজ মহারাজ এ বেশ দেখে আমাকে কি পুরস্কার করেন? হে দুষ্টে সরস্বতি, তুমি এসে আমার কাঁধে ভর কর, তা না কল্যে কর্ম্ম চল্‌বে না। আজ্ যে আমাকে কত মিথ্যাকথা কইতে হবে তার সংখ্যা নাই।

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ।)

প্রথম। এই যে আর্য্য মানবক এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মহাশয়, প্রণাম করি। (নিকটবর্ত্তী হইয়া সচকিতে) ইঃ, এ কি?

বিদূ। কেন, কি হলো?

প্রথম। মহাশয়, আপনার সর্ব্বাঙ্গে যে রক্ত দেখ্‌ছি?

বিদূ। দেখ্‌বে না কেন? ওহে, দোল্ দেখ্‌তে গেলে কি গায়ে আবীর লাগে না?

দ্বিতীয়। তবে মহাশয় রণক্ষেত্রে গিয়েছিলেন নাকি?

বিদূ। যাব না কেন? কি হে, তুমি কি ভেবেছো যে আমি একটা টোলের ভট্টাচার্য্য—দেড়গজি সমাস ভিন্ন কথা কই না, আর বিচার-সভাতেই কেবল দ্রোণাচার্য্যের বীর্য্য দেখাই, কিন্তু একটু মারামারির গন্ধ পেলেই ব্রাহ্মণীর আঁচল ধরে তার পেছন্‌দিকে গিয়ে লুকুই! (উচ্চহাস্য)।

দ্বিতীয়। না, না, তাও কি হয়? আপনি একজন মহা বীরপুরুষ। তা কি সংবাদ, বলুন দেখি শুনি?

বিদূ। আর কি সংবাদ? দেখ, যেমন জমদগ্নির পুত্র ভীষ্ম—

প্রথম। মহাশয়, জমদগ্নির পুত্র ভৃগুরাম।

বিদূ। তাই ত! তা এ গোলে কি কিছু মনে থাকে হে? দেখ, যেমন জমদগ্নির পুত্র ভৃগুরাম, পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেছিলেন, এ ব্রাহ্মণও আজ্ তাই করেছে?

নেপথ্যে। (জয়বাদ্য)।

প্রথম। এই যে মহারাজ, শত্রুদলকে রণস্থলে জয় করে ফিরে আস্‌চ্যেন্।

নেপথ্যে। (মহারাজের জয় হউক)।

তৃতীয়। চল হে, রাজদর্শনে যাওয়া যাউক।

নেপথ্যে। (বৈতালিকের গীত।)

মাজ সুরট্—একতাল।।

কি রঙ্গ রাজভবনে, কি রঙ্গ আজ্—
করিয়া রণ, শত্রুনিধন, রাজনবর রাজে।
পলকে সব হইল মগন,
উৎসবরত যত পুরজন,
জয় জয় রবপূর্ণ গগন, নৌবত ঘন বাজে।
সৈন্য সকল সমরকুশল,
নিরখি ভীত অরিদলবল,
কম্পিত হয় ধরণীতল, বাসুকি নত লাজে।
ভূপতি অতি বীর্য্যবান,
বিভবনিবহ সুরসমান,
ইন্দ্র যেন শোভমান, মর্ত্ত্যভুবনমাজে॥

নেপথ্যে। ওরে, একজন দৌড়ে গিয়ে আর্য্য মানবক্‌কে শীঘ্র ডেকে আন্‌গে তো। মহারাজ তাঁর অন্বেষণ কচ্যেন্।

বিদূ। ঐ শোন। দেখি মহারাজ আমাকে আম্ কি শিরোপা দেন্।

[প্রস্থান।

প্রথম। এ ব্রাহ্মণ বেটা কি সামান্য ধূর্ত্ত গা?

দ্বিতীয়। এমন নির্লজ্জ পুরুষ কি আর পৃথিবীতে দুটি আছে?

তৃতীয়। তবে ও আল্‌তা গোলা বটে?

প্রথম। তা বই কি? ও কি আর যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলো?

দ্বিতীয়। মহাশয়, চলুন্ রাজদর্শন করিগে।

প্রথম। চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পর্ব্বত-শিখরস্থ গহন কানন।

(কলির প্রবেশ।)

কলি। (স্বগত)
এইত হরণ করি আনিনু রাণীরে
এ ঘোর কাননে: এবে কোথায় ইন্দ্রাণী?
যে প্রতিজ্ঞা তাঁর কাছে করেছিনু আমি,
রক্ষা করিয়াছি তাহা পরম কৌশলে,—
(কলির কৌশল কভু হয় কি বিফল?)
যাই এবে স্বর্গে (অবলোকন করিয়া)
অহো! এই যে পৌলোমী
মুরজার সঙ্গে—

(শচী এবং মুরজার প্রবেশ।)

প্রকাশে) দেবি, আশীর্ব্বাদ করি।

শচী। প্রণাম। হে দেববর, কি করেছ, বল?

কলি।
পালিনু তোমার আজ্ঞা যতনে, ইন্দ্রাণী,
বিদায় করহ এবে যাই স্বর্গপুরে।

শচী। (ব্যগ্রভাবে)
কোথায় রেখেছ তারে?

কলি। এই ঘোরবনে
সখীসহ আনি তারে রেখেছি, মহিষি।
(সহাস্যবদনে)।
রথে যবে তুলি দোঁহে উঠিনু আকাশে,
কত যে কাঁদিল ধনী, করিল মিনতি,
সে সকল মনে হলে—হাঁসি আসে মুখে!

মুর। (স্বগত)
হেন দুরাচার আর আছে কি জগতে?
(প্রকাশে) ভাল, কলিদেব,——
কিছু কি হলো না দয়া তোমার হৃদয়ে?

কলি।
সে কি, দেবি? হরিণীরে মৃগেন্দ্রকেশরী
ধরে যবে, শুনি তার ক্রন্দনের ধ্বনি,
সদয় হইয়া সে কি ছাড়ি দেয় তারে?

শচী। কলিদেব,—
শত ধন্যবাদ আমি করি গো তোমারে।
শতকোটি প্রণাম তোমার ও চরণে!
বাঁচালে আমারে তুমি। তোমার প্রসাদে
রহিল আমার মান। অপ্সরীর দলে
যাহে প্রাণ চাহে তব, পাইবে তাহারে—
পাঠাইব তারে আমি তোমার আলয়ে,
রবিরে প্রদান যথা করয়ে সরসী
নব কমলিনী হাঁসি—নিশি অবসানে।
যত রত্নরাজী আছে বৈজয়ন্ত-ধামে
তোমার সে সব। দেখ, আজি হতে শচী—
ত্রিদিবের দেবী— দেব, হলো তব দাসী।
যাও চলি স্বর্গে এবে। শীঘ্র আসি আমি
যথোচিত পুরস্কারে তুষিব তোমারে।

কলি। যে আজ্ঞা! বিদায় তবে হই আমি, সতি।

[প্রস্থান।

মুর। সখি, আমাদের কি এ ভালকর্ম্ম হলো?

শচী। কেন? মন্দ কর্ম্মই বা কি?

মুর। দেখ, আমরা পরের অপরাধে এ সরলা মেয়েটিকে যাতনা দিতে প্রবৃত্ত হল্যেম্।

শচী। আঃ, আর মিছে বকো কেন? তোমাকে আমি না হবেতো প্রায় একশত বার বলেছি যে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা দুষ্টদমন কর্‌বার জন্যে সময় বিশেষে ভগবতী বসুমতীকেও জলমগ্ন করেন। তা ভগবতী বসুন্ধরা কি স্বদোষে সে যন্ত্রণা ভোগ করেন্?

মুর। তা আমি কেমন্ করে বল্‌বো? (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া)। একবার ঐ দিকে চেয়ে দেখ দেখি, সখি।

শচী। কি?

মুর। সখি, ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গের অন্তরাল থেকে এ দিকে কে আস্‌চে দেখ তো? আহা! একি ভগবতী ভাগীরথী হরিদ্বার হত্যে বেরুচ্যেন্? এমন অপরূপ রূপ-লাবণ্য ত আমি কোথাও দেখি নাই।

শচী। ঐ সেই পদ্মাবতী।

মুর। সখি, ওর মুখখানি দেখ্‌লে বোধ হয়, যেন আমি ওকে আরও কোথাও দেখেছি। (স্বগত) একি? আমার স্তনদ্বয় যে সহসা দুগ্ধে পরিপূর্ণ হলো? হে হৃদয়, তুমি এত চঞ্চল হল্যে কেন?

শচী। সখি, চল আমরা পুনরায় কলিদেবের নিকটে যাই।

মুর। কেন?

শচী। চল না কেন? আমার মনস্কামনা এখন সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই।

মুর। সখি, আমার মন কলিদেবের নিকটে আর কোন মতেই যেতে চায় না। আমি অলকায় চল্লেম্।

[প্রস্থান।

শচী। (স্বগত) তুমি গেলেই বা? তোমার দ্বারা যত উপকার হতে পারবে, তা আমি বিশেষরূপে জানি। তা যাই—আমি একলাই কলিদেবের নিকটে যাই। ইন্দ্রনীল যেন স্বয়ম্বরসংগ্রামে হত হয়েছে, এইরূপ একটা মিথ্যাঘোষণা রটিয়ে দিলে আরও ভাল হবে।

[প্রস্থান।

(পদ্মাবতীর প্রবেশ।)

পদ্মা। (স্বগত) হায়! এ বিপজ্জাল হতে আমাকে কে রক্ষা কর্‌বে। এ কি কোন দেব, না দেবী, এ হতভাগিনীর প্রতি বাম হয়ে একে এত যন্ত্রণা দিতে প্রবৃত্ত হল্যেন। (চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া) কি ভয়ঙ্কর স্থান! বোধ হয় যেন যামিনীদেবী দিবাভাগে এই নিভৃতস্থলেই বিরাজ করেন। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে প্রাণেশ্বর, যেমন রঘুনাথ ভগবতী জানকীকে বিনাদোষে বনবাস দিয়েছিলেন, আপনিও কি এ দাসীর প্রতি প্রতিকূল হয়ে তাই কল্যেন্। হে জীবিতেশ্বর, আপনি যে আমাকে পৃথিবীর সুখভোগে নিরাশ কল্যেন, তাতে আমার কিছু মনোবেদনা হয় না, তবে যাবজ্জীবন আমার এই একটা দুঃখ রৈলো, যে আপনাকে আমি বিপদসাগর থেকে উত্তীর্ণ হতে দেখ্‌তে পেলেম্ না। (রোদন) হায়! আমার কি হবে? আমাকে কে রক্ষা করবে? (পরিক্রমণ ও পর্ব্বতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে গিরিবর, এ অনাথা আপনার নিকট আশ্রয় চায়, তা আপনার কি আজ্ঞা হয়? (চিন্তা করিয়া) আপনি যে নিস্তব্ধ হয়ে রৈলেন্? তা থাক্‌বেন বৈ আর কি? হে নগরাজ, এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি মহান্ হয়, তার ক্ষুদ্রলোকের প্রতি এইরূপই ব্যবহার বটে। আপনি সিংহের নিনাদ শুন্‌লে তৎক্ষণাৎ তার প্রত্যুত্তর দেন,—মেঘের গর্জ্জনে পুনর্গর্জ্জন করেন,—বজ্রের শব্দে অস্থির হয়ে হুহুঙ্কার ধ্বনি করেন;—আমি অবলা মানবী, তা আপনি আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর্‌বেন কেন? (রোদন) কি আশ্চর্য্য! এ এম্‌নি গহনবন, যে এখানে আমার আপনার শব্দ শুন্‌লেও ভয় হয়। হায়! আমি এখন কোথায় যাব? বসুমতী যে এখনও আস্‌চে না।

(কদলীপত্রে জল লইয়া সখীর প্রবেশ।)

সখী। প্রিয়সখি, এই নাও। আঃ! এ জলের অন্বেষণে যে আমি কত দূর ঘুরেছি, তার আর কি বল্‌বো?

পদ্মা। (জলপান করিয়া) সখি, আমি তোমাকে বৃথা ক্লেশ দিলেম্ বৈ ত নয়। হায়! এ জলে কি এ পাপ প্রাণের তৃষ্ণা দূর হবে? (রোদন)।

সখী। প্রিয়সখি, এ পর্ব্বতপ্রদেশ কি ভয়ঙ্কর স্থান!

পদ্মা। কেন? কেন?

সখী। উঃ! আমি যে কত সিংহ, কত বাঘ, কত মহিষ, কত ভালুক, আর কত যে বরাহের পায়ের চিহ্ন দেখেছি, তা মনে হলে বুক্ শুকিয়ে উঠে! প্রিয়সখি, এ ঘোর গহন বনে আমাদের আর কে রক্ষা কর্‌বে। (রোদন)।

পদ্মা। (সখীর হস্ত ধারণ করিয়া)

সখি, আমি যে প্রাণনাথের নিকটে কি অপরাধ করেছি, তা আমার এখনও স্মরণ হচ্যে না। কিন্তু তিনি কি আমার প্রতি একেবারে এত নির্দ্দয় হলেন্‌, যে এ হত-ভাগিনীকে যারা ভালবাসে, তাদের উপরও তাঁর রাগ হলো? (রোদন)।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি আমার জন্যে কেঁদো না।

পদ্মা। সখি, তুমিও কি আমার দোষে মারা পড়্‌বে? (রোদন)।

সখী। (সজল নয়নে পদ্মাবতীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়সখি, আমি কি তোমার জন্যে মর্‌তে ডরাই! আমি যদি আমার প্রাণ দিয়ে তোমাকে এ বিপজ্জাল হত্যে উদ্ধার কত্যে পারি, তবে আমি তা এখনই দিতে প্রস্তুত আছি। (রোদন)।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! তুমি যদি এ তর-ণীকে অকূল সমুদ্রমধ্যে মগ্ন করবার নিমিত্তেই নির্ম্মাণ করেছিলে, তবে তুমি একে জনপূর্ণ করো ভাসালে কেন? (রোদন)।

সখী। প্রিয়সখি, তুমি আমার জন্যে কেঁদো না। (রোদন)।

পদ্মা। সখি, এসো, আমরা এখানে বসি। আমাদের কপালে যদি মরণ থাকে, তবে আমরা একত্রেই মর্‌বো! (শিলা-তলে উভয়ের উপবেশন)।

সখী। প্রিয়সখি, এ দুষ্ট সারথি যে আমাদের সঙ্গে এমন্‌ অসৎ ব্যবহার কর্‌বে, তা আমি স্বপ্নেও জানতেম্‌ না।

পদ্মা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখি, তার দোষ কি? সে এক জন ভৃত্য বই ত নয়।

নেপথ্যে। রে অবোধ প্রাণ! তুই যদি এ ভগ্ন কারাগার স্বরূপ দেহ রণভূমিতেই পরিত্যাগ কর্‌তিস, তা হলে ত তোকে আর এ যন্ত্রণা সহ্য কত্যে হতো না! হায়!—

পদ্মা। (সত্রাসে) একি? (উভয়ের গাত্রোত্থান)।

সখী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে) তাই ত প্রিয়সখি, বোধ করি এ কোন মায়াবী রাক্ষস হবে! হে জগদীশ্বর, আমাদের এখন কে রক্ষা কর্‌বে?

(ক্ষতযোদ্ধার বেশে কলির পুনঃপ্রবেশ।)

কলি। আপনারা দেবকন্যাই হউন, কি মানবই হউন, আমার এ স্থলে সহসা প্রবেশে বিরক্ত হবেন্‌ না। হায়! যেমন হস্তী সিংহের প্রচণ্ড আঘাতে ব্যথিত হয়ে কোন পর্ব্বত গহ্বরে ত্রাসে পলায়ন করে, আমিও তদ্রূপ এই স্থলে এসে উপস্থিত হল্যেম্‌।

সখী। (ব্যগ্রভাবে) কেন? আপ-নার কি হয়েছে?

কলি। আমি বীরচূড়ামনি রাজা ইন্দ্র-নীলের একজন যোদ্ধা। তাঁর শত্রুদলের সঙ্গে ঘোরতর সমর করে এই দুরবস্থায় পড়েছি।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে) মহাশয়, রণ-ক্ষেত্রের সংবাদ কি?

কলি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হায়! দেবি, আপনি ও কথা আর আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করেন? প্রবল শত্রুদল মহারাজকে সসৈন্যে নিপাত কর্য্যে, বিদর্ভনগরীকে ভস্মরাশি করেছে।

পদ্মা। অ্যাঁ! আপনি কি বল্যেন?

সখী। এ কি? প্রিয়সখি যে সহসা পাণ্ডুবর্ণা হয়ে উঠ্‌লেন্‌?

পদ্মা। (অচেতন হইয়া ভূতলে পতন।)

সখী। (পদ্মাবতীকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হায়! প্রিয়সখী যে অচেতন হয়ে

পড়লেন। মহাশয়, ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গের ঐ দিকে একটা নির্ঝর আছে, আপনি অনুগ্রহ করো ওখানথেকে একটু জল আন্‌লে বড় উপকার হয়। ইনি একজন সামান্যা স্ত্রী নন! ইনি রাজমহিষী পদ্মাবতী।

কলি। (স্বগত) যেমন কালসর্প আপন শত্রুকে দংশন করো বিবরে প্রবেশ করে, আমিও তদ্রূপ আপন অভীষ্টসিদ্ধি করে স্বস্থানে প্রস্থান করি। (প্রকাশে) এই আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

সখী। (স্বগত) হায়, এ কি হলো? (আকাশে কোমল বাদ্য) এ কি? আকাশে

(গীত)

[ঝুম—ঝং]

আর কি কব তোমারে?
যেজন পীরিতে রত, সুখ দুঃখ সহে কত,
পরেরি তরে।
সুধাকর প্রেমাধিনী, অতি সুখী চকোরিণী;
কভু হয় বিষাদিনী বিরহ শরে!
নলিনী ভানুর বশে, মগন প্রণয়-রসে,
তথাপি কখন ভাসে, বিষাদ নীরে!
প্রেম সমভাব নহে, কভু সুখভোগে রহে,
কভু বা বিরহ দহে, নয়ন ঝুরে॥

(কাষ্ঠচ্ছেদিকা বেশে রতিদেবীর প্রবেশ।)

রতি। (স্বগত) হায়! দেবকুলে শচীর মতন্ চণ্ডালিনী কি আর আছে? আহা! সে যে দুষ্ট কলির সহকারে রাজমহিষী পদ্মাবতীকে কত ক্লেশ দিতে আরম্ভ করেছে, তা মনে হলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। তা আমার এখন কি করা উচিত? (চিন্তা করিয়া) এই চিত্রকূট পর্ব্বতের নিকটে তমসা নদাতীরে অনেক মহর্ষিরা সপরিবারে বাস্ করেন, তা পদ্মাবতী আর বসুমতীকে কোন মুনির আশ্রমে লয়ে যাওয়াই উচিত। তার পরে আমি কৈলাস-পুরীতে ভগবতী পার্ব্বতীর নিকট এ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করবো। তিনি এ বিষয়ে মনোযোগ কল্যে আর কোন ভয়ই থাকবে না। যে দেশ গঙ্গাদেবীর স্পর্শে পবিত্র হয়েছে, সে দেশে কি কেউ তৃষ্ণাপীড়া ভোগ করে? (অগ্রসর হইয়া প্রকাশে) ও গো, তোমরা কারা গা?

সখী। তুমি কে?

রতি। আমি এই পর্ব্বতে কাট্ কুড়ুতে এসেছি, তোমরা এখানে কি কচ্যো?

সখী। দেখ, আমার প্রিয়সখী অচেতন হয়ে রয়েছেন, তা তুমি একটু জল এনে দিতে পারো?

রতি। অচেতন হয়েছেন? তা জলে কাজ কি? আমি ওঁকে এখনই ভাল করে দিচ্ছি। (পদ্মাবতীর গাত্রে হস্ত প্রদান)।

পদ্মা। (চেতন পাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)

রতি। দেখ, এই তোমার সখী চেতন পেলেন।

পদ্মা। (গাত্রোত্থান করিয়া) সখি, আমি যে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি, তার কথা আর কি বল্‌বো?

সখী। প্রিয়সখি, কি স্বপ্ন?

পদ্মা। আমার বোধ হলো যেন একটী পরমসুন্দরী দেবকন্যা আমার মস্তকে তাঁর পদ্মহস্ত বুলিয়ে বল্যেন, বৎসে, তুমি শান্ত হও। তোমার প্রাণনাথের সঙ্গে শীঘ্রই তোমার মিলন হবে। (রতিকে অবলোকন করিয়া সখীর প্রতি) সখি, এ স্ত্রীলোকটি কে?

সখী। প্রিয়সখি, এ এক জন কাটুরিয়াদের মেয়ে।

রতি। হ্যাঁ গা, তোমাদের কি এখানে থাক্‌তে ভয় হয় না?

পদ্মা। কেন?

রতি। এ পাহাড়ে যে কত সিংহ, কত ভালুক, আর কত যে সাপ থাকে, তা কি তোমরা জান না?

সখী। (সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! এ পাহাড়ের নাম কি গা!

রতি। এর নাম চিত্রকূট।

পদ্মা। এখান থেকে বিদর্ভনগর কত দূর তা তুমি জান?

রতি। বিদর্ভনগর এখান থেকে অনেক দিনের পথ। কেন তোমরা কি সেখানে যেতে চাও?

পদ্মা। (স্বগত) হায়! সে বিদর্ভ-নগর কি আর আছে! হে প্রাণেশ্বর, তুমি এ হতভাগিনীকে কেন সঙ্গে করে্য নিলে না? (রোদন)।

রতি। (সখীর প্রতি) তোমার প্রিয়-সখী কাঁদেন কেন? ওঁর যদি এখানে থাক্‌তে ভয় হয়, তবে তোমরা আমার সঙ্গে এসো।

সখী। তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?

রতি। এই পাহাড়ের কাছে অনেক তপস্বীরা বসতি করেন, তা তাঁদের কারো আশ্রমে গেলে তোমাদের আর কোন ক্লেশই থাক্‌বে না।

সখী। (পদ্মাবতীর প্রতি) প্রিয়সখি, তুমি কি বল? আমার বিবেচনায় এখানে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যেও থাকা উচিত হয় না।

পদ্মা। সখি, তোমার যা ইচ্ছা।

সখী। তবে চল। ওগো কাটুরেদের মেয়ে, তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে দাও ত?

রতি। এই দিকে এস।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদর্ভনগরস্থ—রাজগৃহ।

(রাজা ইন্দ্রনীল ম্লান ও মৌনভাবে আসীন, মন্ত্রী।)

মন্ত্রী। (স্বগত) প্রায় সপ্তাহ হলো, রাজ্ঞী পদ্মাবতী, সখী বসুমতীর সহিত রাজপুরী পরিত্যাগ করে্য যে কোথায় গেছেন, তার কোন অনুসন্ধানই পাওয়া যাচ্যে না! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) আহা! মহীপাল অধুনা রাজমহিষীর প্রাপ্তি বিষয়ে প্রায় নিরাশ্বাস হয়ে নিরাহারে এবং অনিদ্রায় দিনযামিনী যাপন করেন; আর আপনার নিত্যকার্য্যের প্রতি তিলা-র্দ্ধের নিমিত্তেও মনোযোগ করেন না। হায়! মহারাজের দুর্দ্দশা দেখ্‌লে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হে বিধাতঃ! তোমার এ কি সামান্য বিড়ম্বনা! তুমি কি এ দয়া-সিন্ধুকেও বাড়বানলে তাপিত কল্যে,—এ কল্পতরুকেও দাবানলে দগ্ধ কল্যে—এ প্রতাপশালী আদিত্যকেও দুষ্ট রাহুর গ্রাসে নিক্ষিপ্ত কল্যে? (চিন্তা করিয়া) তা আমার আর এস্থলে অপেক্ষা কর্‌বার কোন প্রয়োজন নাই। প্রায় দুই দণ্ডাবধি আমি এস্থলে দণ্ডায়মান আছি, কিন্তু মহারাজ আমার প্রতি একবার দৃক্‌পাতও কল্যেন্ না। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে আর্য্য মানবক এদিকে আগমন কচ্যেন্। তা দেখি এর দ্বারা কোন উপকার হতে পারেকি না।

(বিদূষকের প্রবেশ।)

বিদ্। (মন্ত্রীর প্রতি) মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করে এখান থেকে কিঞ্চিৎকালের

জন্য প্রস্থান করুন। দেখি, আমি মহারাজের এ মৌনব্রত ভঙ্গ কত্যে পারি কি না।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা, তবে আমি যাই।

[প্রস্থান।

বিদ্। (স্বগত) হায়! প্রিয় বয়স্যের এ দুরবস্থা দেখে আর এক মুহূর্তের জন্যেও বাঁচতে ইচ্ছা করে না। হাঁ রে দারুণ বিধি, তোর মনে কি এই ছিল? (চিন্তা করিয়া) প্রিয় বয়স্যের সঙ্গীতে চিরকাল অনুরাগ, আর না হবেই বা কেন? ঋতুরাজ বসন্তই কোকিলকে সমাদর করেন। এই জন্যে আমি রাজমহিষীর কয়েক জন সুগায়িকা সহচরীকে এখানে এনেছি। দেখি, এদের সুস্বরে প্রিয়বয়স্যের চিত্তবিনোদ হয় কি না? (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) কেমন্ নিপুণিকে, তোমরা সকলে ত প্রস্তুত হয়েছো? (কর্ণদিয়া) ভাল! তবে আরম্ভ কর দেখি?

নেপথ্যে। (বহুবিধ যন্ত্রের মৃদুধ্বনি)।

বিদ। (নেপথ্যাভিমুখে জনান্তিকে) আহা! কি মনোহর ধ্বনি! তা এখন একটা উত্তম গান গাও দেখি?

নেপথ্যে। (গীত)

(বারওঁা—ঠুংরী।)

পিরীতি পরম রতন্।
বিরহে পারে কি কভু হরিতে সে ধন্॥
কমলে কণ্টক থাকে,তবু ভাল বাসে লোকে,
কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে প্রেম আকিঞ্চন্।
মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে,
যথা অমা-নিশান্তরে, শশীর শোভন্॥

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে মানবক্—

বিদ। (সহর্ষে) মহারাজের জয় হউক।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া) সখে, যে কুসুমকানন দাবানলে দগ্ধ হয়ে গেছে, তাতে জলসেচন করা বৃথা পরিশ্রম বৈ ত নয়।

বিদ্। বয়স্য, বিধাতা না করেন্ যে এমন সুকুসুম-কাননে দাবানল প্রবেশ করে।

রাজা। সে যা হৌক, সখে, তুমি আমাকে চিরবাধিত কল্যে। দেখ, আগ্নেয়-গিরির উপরে মেঘদল বারি বর্ষণ কল্যে, যদ্যপিও তার অন্তরিত হুতাশন নির্ব্বাণ না হয়, তত্রাচ তার অঙ্গের জ্বালার অনেক হ্রাস হয়। তুমি আমার মনোরঞ্জনের নিমিত্তে কি না কচ্যো?

বিদ্। বয়স্য, সাগর উথলিত হল্যে যে কত জীবের জীবন সংশয় হয়, তা কি আপনি জানেন্ না? তা আপনি একটু সুস্থির হল্যে আমরা সকলেই পরম সুখ লাভ করি।

রাজা। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) সখে, এমন প্রবল ঝড়্ বইতে আরম্ভ কল্যে, কি সাগর স্থির হয়ে থাক্‌তে পারে? দেখ, যে শোকশেলে দেবদেব মহাদেব, এবং স্বয়ং বিষ্ণু অবতার রঘুপতিও ব্যথিত হয়েছিলেন্, তার প্রচণ্ড আঘাতে আমি অতি ক্ষুদ্র মানব কি প্রকারে স্থির হতে পারি? (চিন্তা ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! তোমার কি কিছুমাত্র বিবেচনা নাই? যে হলাহল স্বয়ং নীলকণ্ঠের দেহ দাহন করেছিল, তাই তুমি আমাকে পান করালে?

বিদ্। (স্বগত) আহা! প্রিয়বয়স্যের খেদোক্তি শুনলে বুক ফেটে যায়! হায় রে নিষ্ঠুর বিধি! তোর মনে কি এই ছিল?

রাজা। কি আশ্চর্য্য! সখে, এ সুবর্ণলতাটী যে আমার হৃদয়ভূমি থেকে কোন্

মুর। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) ভগবতী বসুন্ধরা বিজয়াকে প্রসব করো শ্রীপর্ব্বতের উপর কমলকাননে রেখেছিলেন, পরে রাজা যজ্ঞসেন ঐ স্থলে মৃগয়া কত্তে গিয়ে, তাকে পেয়ে আপনার পাটেশ্বরীর হাতে লালনপালনের জন্য দিয়েছিল। হায়! হায়! বাছা, চিত্রকূট-পর্ব্বতের উপর তোমার চন্দ্রানন দেখে আমার স্তনদ্বয় দুগ্ধে পরিপূর্ণ হয়েছিল, তা আমি তোমাকে তাতেও চিন্‌লেম্ না? (রোদন)।

শচী। সখি, তুমি শান্ত হও।

আকাশে। (বীণাধ্বনি)।

শচী। এ কি? (আকাশমার্গে দৃষ্টিপাত করিয়া) এই যে দেবর্ষি নারদ এই দিকে আস্‌চেন। সখি, তুমি সাবধান হও, এই ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণই এ বিপদের মূল; দেখো—ও যেন আবার কন্দল বাধাতে না পারে।

(নারদের প্রবেশ)।

উভয়ে। ভগবন, আমরা আপনাকে অভিবাদন করি।

নার। আপনাদের কল্যাণ হউক।

শচী। দেবর্ষি, সংবাদ কি? আজ্ঞা করুন দেখি?

নার। দেবি, সকলই সুসংবাদ! ভগবতী পার্ব্বতী আমাকে অদ্য আপনাদের সমীপে প্রেরণ করেছেন।

শচী। কেন? ভগবতীর কি আজ্ঞা?

নার। তিনি শুনেছেন যে আপনারা নাকি বিদর্ভনগরের রাজা পরম শিবভক্ত ইন্দ্রনীলরায়কে কলিদেবের সাহায্যে নানা ক্লেশ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন।——

শচী। ভগবন, তা ভগবতী পার্ব্বতীকে এ কথা কে বল্লে?

নার। ভগবতী এ কথা রতিদেবীর মুখেই শ্রবণ করেছেন।

শচী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ দুষ্টা রতির কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই? এমন কথাও কি মহেশ্বরীর কর্ণগোচর করা উচিত। (প্রকাশে) দেবর্ষি, তা ভগবতী এ কথা শুনে কি আদেশ করেছেন?

নার। ভগবতীর এই ইচ্ছা যে আপনারা এ বিষয়ে ক্ষান্ত হয়েন।

শচী। ভাল, তা যেন হলোম্। কিন্তু এখন পদ্মাবতীই বা কোথায়, আর ইন্দ্রনীলই বা কোথায়—তা কে জানে?

নার। (সহাস্যবদনে) তন্নিমিত্তে আপনি চিন্তিত হবেন না। রাজমহিষী পদ্মাবতী এক্ষণে তমসানদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে বাস কচ্যেন্।

শচী। (স্বগত) হায়! আমার এত পরিশ্রম কি তবে বৃথা হলো? আর অবশেষে রতিই জিত্‌লে! তা করি কি? ভগবতী গিরিজার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করা কার সাধ্য। স্রোতস্বতীর পথ রুদ্ধ কত্তে কে পারে?

নার। আমি মহাদেবীর আজ্ঞানুসারে যতীন্দ্র অঙ্গিরার আশ্রমে গমন কত্তে আকাঙ্ক্ষা করি, অতএব আপনারা আমাকে এক্ষণে বিদায় করুন।

মুর। ভগবন, আপনি আমাকে সেখানে সঙ্গে লয়ে চলুন্।

শচী। চলুন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই। (রম্ভার প্রতি) রম্ভা, তুই এখন অমরাবতীতে যা। আমি একবার যোগীবর অঙ্গিরার আশ্রম থেকে আসি।

রম্ভা। যে আজ্ঞা।

[নারদ, শচী, এবং মুরজার প্রস্থান।

আমি আর এখানে একলা থেকে কি কর্‌বো? যাই, দেখিগে নন্দনকাননে এখন কি হচ্যে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তমসানদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রম।

(পদ্মাবতী এবং গৌতমীর প্রবেশ।)

গৌত। বৎসে, তুমি এত অধীরা হইও না! তোমার প্রাণেশ্বর অতি ত্বরায়ই তোমার নিকটে আসবেন, তার কোন সন্দেহ নাই। ভগবান অঙ্গিরা তোমার এ প্রতিকূল দৈবশান্তির নিমিত্তে এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেছেন——

পদ্মা। ভগবতি, আমি কি সে শ্রীচরণের আর এজন্মে দর্শন পাব। (রোদন)।

গৌত। বৎসে, তুমি শান্ত হও, মহর্ষির যজ্ঞ কখনই নিষ্ফল হবার নয়!

পদ্মা। ভগবতি, আপনি যা আজ্ঞা কচ্যেন সে সকলই সত্য, কিন্তু আমি এ নির্ব্বোধ প্রাণকে কেমন করে প্রবোধ দি। হায়! এ কি আর এখন কোন কথা মানে? (রোদন)।

গৌত। বৎসে, বিবেচনা করে দেখ, এ অখিল ব্রহ্মাণ্ডে কোন বস্তুই চিরকাল শ্রীভ্রষ্ট হয়্যে থাকে না। বর্ষার সমাগমে জলহীনা নদী জলবতী হয়,—ঋতুরাজবসন্ত বিরাজমান হল্যে, লতাকুল মুকুলিতা ও ফলবতী হয়,—কৃষ্ণপক্ষে শশীর মনোরম কান্তির হ্রাস হয় বটে; কিন্তু আবার শুক্লপক্ষে তার পূরণ হয়,—তা তোমারও এ যাতনা অতি শীঘ্রই দূর হবে।

নেপথ্যে। ভো শার্ঙ্গরব, ভগবতী গৌতমী কোথায় হে! দেখ, দুইজন অতিথি এসে এ আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে, অতএব তাদের যথাবিধি আতিথ্য কর।

গৌত। বৎসে, এক্ষণে আমি বিদায় হল্যেম্। তুমি এই তরুর ছায়ায় কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে বিশ্রাম কর। দেখ! ভগবতী তমসার নির্ম্মল সলিলে কমলিনী কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই ধারণ কর্যে বিকশিত হয়েছে, তা তোমার বিরহরজনীও প্রায় অবসান হয়ে এলো।

[প্রস্থান।

পদ্মা। (স্বগত) প্রাণেশ্বর যে সংগ্রামে বিজয়ী হয়েছেন, তার আর কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এ হতভাগিনীকে কি আর তাঁর মনে আছে? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) হে বিধাতঃ! আমি পূর্ব্বজন্মে এমন কি পাপ করেছিলেম্ যে তুমি আমাকে এত দুঃখ দিলে। তুমি আমাকে রাজেন্দ্রনন্দিনী, রাজেন্দ্রগৃহিণী করেও আবার অনাথা যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গিণীর মতন বনে বনে ফেরালে। (রোদন)।

নেপথ্যে। প্রিয়সখি, কৈ, তুমি কোথায়?

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) কেন? এই যে আমি এখানেই আছি।

(বেগে সখীর প্রবেশ।)

সখী। প্রিয়সখি—(রোদন)।

পদ্মা। (ব্যগ্রভাবে সখীকে আলিঙ্গন করিয়া) এ কি? কেন? কেন সখি, কি হয়েছে?

সখী। (নিরুত্তরে রোদন)।

পদ্মা। সখি, কি হয়েছে তা তুমি আমাকে শীঘ্র করে বল?

সখী। প্রিয়সখি, মহারাজ আর্য্য মানবকের সঙ্গে এই আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

পদ্মা। (অভিমান সহকারে) সখি, তুমিও কি আবার আমার সঙ্গে চাতুরী কত্যে আরম্ভ কর্‌লে ?

সখী। সে কি ? প্রিয়সখি, আমি কি তা কখন পারি ? ঐ দেখ, ভগবতী গৌতমী মহারাজ আর আর্য্য মানবককে লয়ে এদিকে আসচেন। কেমন, আমি সত্য না মিথ্যা বলেছি ? (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আহা ! মহারাজের মুখখানি দেখ্‌লে বোধ হয় যে উনি তোমার বিরহে অতি দুঃখে কালযাপন করেছেন ।

পদ্মা। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি আশ্চর্য্য ! সখি, তাইত। বিধাতা কি তবে এত দিনের পর আমার প্রতি যথার্থই অনুকূল হলেন। (রাজার প্রতি লক্ষ্য করিয়া) হে জীবিতেশ্বর, আপনার কি এত দিনের পর এ অভাগিনী বলো মনে পড়্‌লো ? (রোদন।)

সখী। প্রিয়সখি, চল, আমরা ঐ বৃক্ষবাটিকায় গিয়ে দাঁড়াই। মহারাজকে তোমার সহসা দর্শন দেওয়া উচিত হয় না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(রাজা ও বিদূষকের সহিত গৌতমীর পুনঃপ্রবেশ।)

গৌত। হে নরেশ্বর, তার পর কি হলো ?

রাজা। ভগবতি, তার পর আমি রাজমহিষীর কোনই অন্বেষণ না পেয়ে যে কি পর্য্যন্ত ব্যাকুল হলোম্, তা আর আপনাকে কি বল্‌বো ! আর এ দুরূহ শোকানল সহ্য কত্যে অক্ষম হয়ে, রাজমন্ত্রীর উপর রাজ্যভার অর্পণ করে, এই আমার চিরপ্রিয় বয়স্যের সহিত তীর্থ পর্য্যটনে যাত্রা কলোম্।

গৌত। হে নরনাথ, আপনি এ বিষয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেন না। রাজমহিষী এই আশ্রমে আছেন। মহর্ষি অঙ্গিরা তাঁকে আপন দুহিতার ন্যায় পরম স্নেহ করেন। আর তাঁর আগমনাবধি বহুযত্নে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন।

রাজা। ভগবতি, সে সকল বৃত্তান্ত আমি দেবর্ষি নারদের মুখে বিশেষরূপে শ্রুত আছি। কুলায়ভ্রষ্টা পারাবতী আশ্রম আশায় কোন বিশাল বৃক্ষের সমীপে গমন কল্যে, তরুবর কি শরণদানে পরাঙ্মুখ হয়ে, তাকে নিরাশ করেন ? ভগবান্ অঙ্গিরা ঋষিকুলের চূড়ামণি, তা তিনি যে এরূপ ব্যবহার কর্‌বেন, এ কিছু বড় অসম্ভব নয়।

গৌত। হে পৃথ্বীশ্বর, আপনি এই শিলাতলে ক্ষণেককাল উপবেশন করুন ; আমি গিয়ে রাজমহিষীকে এখানে লয়ে আসি।

রাজা। ভগবতি, আপনার যা আজ্ঞা।

গৌত। আর আপনার এ আশ্রমে শুভাগমনের সংবাদও মহর্ষির নিকট প্রেরণ করা উচিত। অতএব আমি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্তে বিদায় হলোম্।

[প্রস্থান।

রাজা। (উপবেশন করিয়া) সখে, যেমন তপনতাপে তাপিত জন সুশীতল তরুচ্ছায়া পেলে পূর্ব্বতাপ বিস্মৃত হয়, আমারও আজ অবিকল, তাই হলো।

বিদূ। আজ্ঞা, তার আর সন্দেহ কি ? এত দিনের পর আমাদের ডিঙ্গাখানি ঘাটে এসে লাগ্‌লো। কিন্তু এ ঘাটটা আমাকে বড় ভাল লাগ্‌ছে না।

রাজা। কেন, বল দেখি ?

বিদূ। বয়স্য, এ মুনির আশ্রম, এখানে সকলেই হবিষ্য করে ; তা আমরাও কি একাহারী হয়ে আবার মারা পড়্‌বো ?

রাজা। কেন? তুমি ত আর সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন কর নাই, যে তোমাকে একাহারে থাক্‌তে হবে?

আকাশে। (কোমল বাদ্য)।

রাজা। (গাত্রোত্থান করিয়া সচকিতে) এ কি? আহা! কি মধুর ধ্বনি! সখে, আমি যে দিন মায়ামৃগের অনুসরণ করে বিন্ধ্যাচলে দেব-উপবনে উপস্থিত হয়েছিলেম্, সে দিনও আকাশে এইরূপ কোমল বাদ্য শুনেছিলেম্।

বিদ্। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ!

রাজা। কেন? কি হলো?

বিদ্। মহারাজ, চলুন, আমরা এখান থেকে পালাই। ঐ দেখুন, এ আশ্রমবনে দাবানল লেগেছে। উঃ! কি ভয়ঙ্কর শিখা।

রাজা। (অবলোকন করিয়া) সখে, ও ত দাবানল নয়।

বিদ্। বলেন কি? মহারাজ, ঐ দেখুন সব গাছপালা একবারে যেন ধূ ধূ করে জ্বলে উঠ্‌ছে।

রাজা। কি হে সখে, তুমি অন্ধ হলে নাকি?

বিদ্। বয়স্য, তবে ও কি?

রাজা। ওঁরা সকল দেবকন্যা তা ওঁরাও অগ্নিশিখার মতন তেজস্বিনী বটেন। (অবলোকন করিয়া সানন্দে) কি আশ্চর্য্য! এই যে শচীদেবী, যক্ষেশ্বরী, আর রতি-দেবী আমার প্রেয়সীকে লয়ে এ দিকে আসচেন। হে হৃদয়! তুমি যে এতদিন এ পূর্ণশশীর অদর্শনে বিদীর্ণ হও নাই, এই আশ্চর্য্য! (অগ্রসর হইয়া) এ দাস আপনাদিগের শ্রীচরণে প্রণাম করে। (প্রণাম)।

(শচী, মুরজা, রতি, গৌতমী, পদ্মাবতী, সখী, নারদ, এবং অঙ্গিরার প্রবেশ।)

সকলে। মহারাজের জয় হউক।

নার। হে মহীপতে! যেমন মহর্ষি বাল্মীকির পুণ্যাশ্রমে দাশরথি ভগবতী বৈদেহীকে প্রাপ্ত হন, আপনিও অদ্য তদ্রূপ মহিষী পদ্মাবতীকে এই স্থলে লাভ কল্যেন।

অঙ্গি। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনার বাহুবলে ঋষিকুলের সর্ব্বত্রই কুশল। অতএব আপনি পুরস্কারস্বরূপ এই স্ত্রী-রত্নটী গ্রহণ করুন।

শচী। (রাজার হস্তে পদ্মাবতীর হস্ত প্রদান করিয়া) হে নরনাথ, আপনি অদ্যাবধি নিঃশঙ্কচিত্তে রাজসুখভোগে প্রবৃত্ত হউন।

আকাশে।

(গীত)

(বেহাড়া—পোস্ত।)

সুমতি ভূপতি অতি,
তুমি ওহে মহারাজ।
সুখে থাক ধনে মানে,
রিপুগণে দিয়ে লাজ।
পাইলে হারা নিধি,
প্রিয়তমা পুনরায়,
বাসনা পূর্ণ হলো,
সুখে কর রাজকাজ।
হয়ে সুবিচারে রত,
কর বহু যশোলাভ।
যেমন শোভে ক্ষিতি,
তারাপতি দ্বিজরাজ॥

(পুষ্পবৃষ্টি)

সকলে। রাজমহিষী চিরবিজয়ী হউন।

নার। (রাজার প্রতি)

আমিও আশীষ করি, শুন নরপতি:—

সুখে সদা কর বাস অবনীমণ্ডলে,
পরাভবি শত্রুদলে, মিত্রকুলে পালি,
ধর্ম্মপথগামী যথা ধর্ম্মের নন্দন
পৌরব। চরমে লভ স্বর্গ ধর্ম্মবলে।
(পদ্মাবতীর প্রতি)
যশঃসরে চিররুচি কমলিনীরূপে
শোভ তুমি পদ্মাবতি—রাজেন্দ্রনন্দিনি,
যযাতির প্রণয়িনী দৈত্যরাজবালা
শর্ম্মিষ্ঠা যেমতি। তার সহ নাম তব
গাঁথুক গৌড়ীয়জন কাব্যরত্নহারে,
মুকুতা সহ মুকুতা গাঁথে লোক যথা।

যবনিকা পতন।

গ্রন্থ সমাপ্ত।